সাঁঝের বাতি

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এল

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস
১০।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা
শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত

প্রকাশক

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

১২।১ রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

মূল্য আট আনা

পূর্ব্বকথা

সাঁঝের বাতির প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা আমার প্রিয় সুহৃৎ সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। রঙ্গিন চিত্র দুইটির পরিকল্পনা সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়, এবং 'ইলা' 'চাষার ভাগ্য' ও 'বেলবতী কন্যা' গল্পের চিত্রগুলি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদিগের নিকট এ জন্য আমি বিশেষভাবে ঋণী।

'সাঁঝের বাতি' কবিতাটি বন্ধুবর সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এ গ্রন্থে ব্যবহারার্থ রচনা করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভবানীপুর,
১২ই আশ্বিন, ১৩১৯

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সূচী

সাঁঝের বাতি

খেলার সাথী সাঁঝের বেলা
যে যার ঘরে গেছে ফিরে ;
সাঁঝের বাতি সাজায় মেলা
দেবতারা সব আকাশ ঘিরে !
গাছে-পালায় ডাক্‌ছে ঝিঁঝিঁ
বিষ্টি-পড়ার নকল করে,
তুলসী-তলায় দেখিয়ে আলো
সাঁঝের বাতি জ্বল্‌ল ঘরে !
ঘুম এখনো আসেনি, তাই,
খোকন্‌ খালি বায়না ধরে,
খোকাখুকীর বালাই নিয়ে
সাঁঝের বাতি নড়ে-চড়ে !
সাঁঝের বাতি অমল ভাতি,—
কচি মুখের হাসির জ্যোতি :
ঘরে ঘরে সাঁঝের বাতি
করে শিশুর সন্ধ্যারতি

— সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সাবোর রাত

পরী ও গোবিন্দ

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা কর্তৃক অাঁ

সাঁঝের বাতি

হীরার জুতা

মস্ত পাহাড়। আশে-পাশে নানারকমের গাছ, তাতে লাল-নীল কত রঙের ফল-ফুল! এই পাহাড়ের উপর, রাত্রে, পরীর দল আসিয়া খেলা করে। এবং পাহাড়ের নীচে, জঙ্গলে, গোবিন্দ কাঠুরিয়া কাঠ কাটে। মাথায় করিয়া সেই কাঠ বহিয়া সে বাজারে বিক্রয় করে। তাতেই তার সংসার চলে!

সে দিন সকালে কাঠ কাটিতে গিয়া গোবিন্দ দেখে, গাছের তলায় কি একটা ঝিক-মিক করিতেছে। জিনিষটা দেখিতে ঠিক জুতার মত, কিন্তু এত ছোট যে, মানুষের পায়ের যোগ্য মোটেই নয়। মানুষ কি, ছোট ছেলেমেয়ের পায়েও সে জুতা খাটো হয়! জিনিষটা যে কি, তাহা গোবিন্দ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। যাই হোক্, কোঁচার খুঁটে সেটি বাঁধিয়া সে ত কাঠ কাটিতে লাগিল।

সেটি পরীদের জুতা। গোবিন্দ কি করিয়া তা জানিবে! আবার সে হীরার তৈরী জুতা! গোবিন্দ দুঃখী মানুষ, কাঠ কাটিয়া দিন গুজরান করে, হীরা জহরতের নামও সে কখনো শোনে নাই! বড় জোর, পয়সা-টাকাটাই সে চিনে! সে ভাবিল, ছেলে-মেয়েরা এটি লইয়া খেলিয়া বাঁচিবে! সে ত আর পয়সা খরচ করিয়া তাদের জন্য খেলেনা কিনিতে পারে না, আজ তবু এটি পাইয়া তারা আনন্দে নাচিতে থাকিবে! খাবার জিনিষ কুড়াইয়া পাইলেই, ছিল ভাল। কিন্তু, কি হইবে! তার যেমন অদৃষ্ট!

সন্ধ্যার পর, গোবিন্দ কুড়ালখানা, কাঠের বোঝার সঙ্গে, বাঁধিয়া কাঁধে তুলিবে, এমন সময়, ফুলের গন্ধে চারিধার ভরিয়া উঠিল। গোবিন্দ অবাক্ হইল! এ কি! ফুলের গন্ধ কোথা হতে আসে! এখানে আজ কত বৎসর ধরিয়া সে কাঠ কাটিতেছে, কিন্তু এমন ফুলের গন্ধ ত কখনো সে পায় নাই! ব্যাপার, কি?

হঠাৎ গোবিন্দ চাহিয়া দেখে, তার সম্মুখে একটি মেয়ে! চমৎকার সুন্দরী! এমন রূপ, সে কখনো চক্ষে দেখে নাই। গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত রঙ, চাঁপার কুঁড়ির মত ছিপছিপে শরীরখানি, কপালে সিঁথির নীচে জ্বল-জ্বল করিয়া একটি তারা জ্বলিতেছে, আশমানি রঙের পাতলা কাপড়ের ভিতর দিয়া রঙের

আভা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে! মেয়েটি ডাকিল, "গোবিন্দ!" এমন মিষ্ট কথা গোবিন্দ জন্মে কখনো শুনে নাই।

গোবিন্দ কথা বলিতে পারিল না। সে শুধু অবাক হইয়া মেয়েটির মুখের পানে চাহিয়া রহিল। মেয়েটি কহিল, "আমি কে, তা তুমি জান না! আমি পরী। এই পাহাড়ের উপর আমরা রোজ খেলা করি। সকালে তাড়াতাড়িতে চলে যাবার সময়, আমার হীরার জুতাজোড়া ফেলে গেছি। তুমি যদি পেয়ে থাক ত, ফিরিয়ে দাও, তোমাকে অনেক বখসিশ দোব।"

গোবিন্দ ভাবিল, মন্দ নয়! বখসিশটি এখন মনের মত হয়, তবেই না!

সে কহিল, "তা কি হয়! আমি যখন কুড়িয়ে পেয়েছি, তখন বখসিশ কেমন হবে না জানলে, কি জিনিষের কথা কইতে পারি?"

পরীদের মেয়েটি বলিল, "তার:জন্য তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না! আচ্ছা, তুমি সব চেয়ে কি জিনিষ ভালবাস?"

গোবিন্দ ভড়কাইয়া গেল! তাই ত, কি বলে! ভাল ত সে অনেক জিনিষই বাসে। একখানা ভাল বাড়ী, ভাল খাবার সামগ্রী! কিন্তু কোনটাই তার মনঃপূত হইল না! সে ভাবিল, ভাল বাড়ী লইয়া ফল কি, যদি তার উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম, দাসী-চাকর, এ সব না রহিল! ভাল খাবার? তাও ত দুবার খাইতে

না খাইতে ফুরাইয়া যাইবে! তবে চাওয়া যাক্, টাকা! টাকায় সব হয়! ভাল বাড়ী, দাস-দাসী, গাড়ী-ঘোড়া, পৃথিবীর সকল সুখই টাকায় পাওয়া যায়! সে বলিল, "টাকা চাই—তবে, এমন চাই, যা কখনো ফুরোবে না।"

পরীর মেয়েটি বলিল, "বেশ—তাই হবে!"

গোবিন্দ চালাক লোক—শুধু মুখের কথায় ভুলিবার পাত্র নহে। সে কহিল, "কোথা থেকে হবে, সেইটি শুনি।"

পরীর মেয়ে কহিল, "তোমার ঐ কুড়াল দিয়া গাছে কোপ মারিলে, প্রতি কোপে ঝর-ঝর করিয়া টাকা ঝরিয়া পড়িবে—অফুরন্ত! যত ঘা, তত টাকার ছড়াছড়ি! টাকার অভাব হবে না, কখনো!"

গোবিন্দ কহিল, "বটে, তবে দাঁড়াও। একবার পরখ করে দেখি!"

পরীর মেয়ে কহিল, "সন্দেহ হচ্ছে, তোমার? আমাদের কথা কখনো মিথ্যা হয় না। বেশ, তুমি পরখ করেই দেখ!"

সম্মুখে একটা বটগাছ ছিল—তার প্রকাণ্ড ডাল-পালাগুলা এমন ঘন হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে যে, ভিতরটা বেশ বড় একটি ঘরের মত হইয়া উঠিয়াছে। কুড়াল ঘুরাইয়া গোবিন্দ সেই গাছের গোড়ায় ঘা দিল। যেমন ঘা দেওয়া, অমনি ঝুন-ঝুন আওয়াজ! গোবিন্দ চাহিয়া দেখে, টাকা! শাদা ধব-ধবে চক্‌চকে

করকরে, নূতন খোদা টাকা! টাকার ঝলকে সেখানটা যেন রূপালি আলোতে ভরিয়া গেল!

গোবিন্দ পরীর মেয়ের হাতে হীরার জুতা তুলিয়া দিল! পরীর মেয়ে জুতা লইয়া হাউই বাজীর মত একেবারে সোঁ করিয়া আকাশে উঠিয়া গেল! ঠিক যেন বিদ্যুতের একটি চমক!

গোবিন্দ ভাবিল, এখন কি করা যায়! সঙ্গে থলি, কিম্বা বড় কাপড় নাই, যে, টাকাগুলা বাঁধিয়া লয়! তার মাথায় বুদ্ধি জোগাইল! সে একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে টাকাগুলা ঢালিয়া উপরে মাটি চাপা দিল! তারপর সহর হইতে থলি ও গাধা সংগ্রহ করিয়া, গাধার পিঠে টাকার মোট চাপাইয়া সে ঘরে ফিরিল। আলিবাবার গল্প বেচারা কথনো শুনে নাই, তাই দাঁড়ি পাল্লার কথাটা তার মনেও আসে নাই!

২

গোবিন্দর দুঃখ ঘুচিল! বড় বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, দাস-দাসী, কিছুরই অভাব রহিল না। গোবিন্দর স্ত্রীকে এখন আর রাঁধিতে হয় না, জল তুলিতে হয় না। দিবারাত্র সে পালঙ্কের উপর বসিয়া থাকে—দাসীতে পাখা ঢুলায়, চামর ঘুরায়! ছেলেরা গোলাপ জলে স্নান করে, হীরা মুক্তার পোষাক পরিয়া গাড়ী চড়িয়া বেড়ায়, স্কুলে যাওয়ার হাঙ্গামা নাই, পণ্ডিত মহাশয়ের

ঝঞ্ঝাট নাই! পোলাও-কাবাব খাওয়া, আর দুধের মত শাদা, ফুলের মত নরম বিছানায় পড়িয়া নিদ্রা, ইহাই তাদের দিনের কাজ-কর্ম্ম! কিন্তু গোবিন্দ বেচারার টাকার লোভ এতটুকু কমিল না। সূর্য্য উঠিলেই সে তাড়াতাড়ি কুড়াল লইয়া বনে যায়। তবে হাঁটিয়া যায় না, ময়লা কাপড় পরিয়া যায় না, এইটুকু মাত্র তফাৎ! বনের সীমানার কাছে সে গাড়ী রাখে, গাছের ডালে, গুঁড়িতে ঘা দেয়, আর বৃষ্টির জলের মত টাকা ঝরে! সন্ধ্যার সময় তার লোকজন আসিয়া থলি ভরিয়া টাকার মোট গাড়ী-বোঝাই করে!

স্ত্রী বকে, "এখনো কেন কাঠের জন্য বনে যাও? ঘরে এত টাকা, ছিঃ এখনো কাঠ বেচা?"

ছেলেমেয়েরা বলে, "আমাদের এত টাকাকড়ি, বাবা এখনো কাঠুরিয়ার মত কাঠ বেচিতে যান, আমরা ত আর লজ্জায় বাঁচি না।"

গোবিন্দ জবাব দেয়, কাঠ আর কুড়ালই তার লক্ষ্মী! এ কি সে ছাড়িতে পারে!

কথাটা সে কাহাকেও ভাঙ্গে নাই। সকলে জানে, গোবিন্দ কাঠ বেচিয়াই টাকা আনে! কোন্ দেবতার বরে তার কাঠে সোণা ফলে! দেবতারা সেই কাঠ কিনিয়া লন্। তাই তার ঐশ্বর্য্য আর ধরে না!

৩

কিন্তু মানুষের শরীরে এত সহিবে কেন? রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, সারাদিন ধরিয়া 'হেঁইয়ো,' 'হেঁইয়ো' করিয়া কাঠ কাটিয়া বেড়ানো—এতটুকু বিশ্রাম নাই!

গোবিন্দর অসুখ হইল। কথাটা সে চাপিয়া গেল। সেই অসুখ শরীরেই সে বনে যায়, গাছে ঘা দেয়, টাকা আনে। টাকার লোভ, এমন লোভ! টাকার লোভে পড়িলে, লোকের আর জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে না!

পাড়ার লোকে বলে, "গোবিন্দ, সারা জীবন যদি খেটেই মলে, তবে সুখ ভোগ করবে, কবে? বাড়ীতে পোলাও কালিয়া খাও, গোলাপ জলে স্নান কর—বেহারারা গা দলিয়া, পা টিপিয়া দিক্—নরম বিছানায় পড়িয়া তোফা আরাম কর, তা নয়—খালি খাটা, খাটা, খাটা,—বাঁচিবে কেন?"

গোবিন্দ ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে! কি করিবে? সে-ত কতদিন মনে করিয়াছে, বাড়ীতে বসিয়া বিশ্রাম করিবে—আর কাঠের জন্য বনে যাইবে না—কিন্তু ভোরের পাখী ডাকিতে না ডাকিতেই কে যেন তাকে বনের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়—কি সে জোর টান! গোবিন্দর সাধ্য কি যে দুই দণ্ড বাড়ীতে বসিয়া জিরাইয়া লয়!

এখন আবার কাঠ কাটিতে গিয়া তার হাঁফ ধরে। কুড়াল

ফেলিয়া গাছের তলায় সে শুইয়া পড়ে—হাঁফ কমিলে, আবার কুড়াল লইয়া গাছে ঘা দেয়! টাকার নেশা, ভূতের মত, তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। সে ভূতের হাত হইতে রক্ষা করে, এমন রোজা, শুধু একজন ছিল। সে মৃত্যু!

অবশেষে একদিন সেই মৃত্যু রোজা দেখা দিল। সেদিন বিকাল বেলা বনের মধ্যে গোবিন্দর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। চোখে সে অন্ধকার দেখিল। হাতের কুড়াল ঠিকরিয়া গিয়া পাশের ডোবায় পড়িল। একটা ঘুঘু ডাকিতেছিল, তার শব্দটাও গোবিন্দর কাণে মিলাইয়া গেল। বেচারা টাকার সন্ধানে আসিয়া বনের মধ্যে প্রাণ দিল! স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী, কাহারো সঙ্গে দেখা হইল না। এত টাকাকড়ি, তবু একটু ঔষধ বা সেবাও গোবিন্দর অদৃষ্টে জুটিল না।

সন্ধ্যার সময়, তার লোকজন আসিয়া দেখে, গোবিন্দর দেহ কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে! পাখীতে তার চোখ দুইটা ঠুকরিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়াছে!

খুব ঘটা করিয়া গোবিন্দর শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গেল! ছেলে-মেয়েরা সিন্দুক খুলিয়া দেখে, অগাধ টাকা! সারা জীবন ব্যয় করিলেও ফুরাইবে না! এত টাকা, কিন্তু টাকার সুখ যে কি, গোবিন্দ তাহা একদিনের জন্যও জানিতে পারিল না। সারা-জীবন সে খাটিতে আসিয়াছিল, খাটিয়াই জীবনটা দিল।

চোরের বুদ্ধি

চোরের জ্বালায় দেশের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সজাগ প্রহরীর চোখের সম্মুখে চুরি, চোরের বাহাদুরিও অদ্ভুত ধরণের ছিল! পুলিশ পাহারা হইতে কেল্লার ফৌজ অবধি সতর্ক দৃষ্টিতে চোর খুঁজিতেছে, তবু তার ধরা পড়িবার নামটি নাই! দেশে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছিল! রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন, "যে চোর ধরিয়া দিবে, তাকে লক্ষ টাকা বখসিশ দেওয়া হইবে!" তবু চোর ধরা পড়িল না, চুরি বাড়িয়াই চলিল!

প্রজার দল গিয়া রাজার পায় লুটাইয়া পড়িল, "আমাদের ঘব-দ্বার কিনিয়া লউন, আমরা দেশ ছাড়িয়া বনে যাই!" পাত্র-মিত্র কহিল, "দোহাই মহারাজ, উপায় করুন!" রাজা,—উদার তাঁর প্রাণ, কোমল তাঁর হৃদয়, শাসনে স্নেহে এমন আর দেখা যায় না, প্রজার তিনি মা বাপ ভাই বন্ধু সব! রাজা কহিলেন, "রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দাও, চোর আসিয়া ধরা দিয়া নিজের বুদ্ধির কৌশল দেখাইলে, তাহাকে ক্ষমা করিব।"

২

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। বাগানে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। পদ্মের দল সবুজ রঙের পাতার আসন পাতিয়া দীঘির জল আলো করিয়া বসিয়াছে। দীঘির ধারে শ্বেত পাথরের আসনে বসিয়া রাজা সন্ধ্যার শোভা দেখিতেছিলেন। হঠাৎ একটি লোক,—দিব্য পোষাক পরা, গলায় মুক্তার মালা, কর্ণে কুণ্ডল, সুন্দর আকৃতি,—আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আসিয়াছি, মহারাজ।" রাজা অবাক হইয়া গেলেন! কে, এ লোকটি! বলা নাই, কহা নাই, একেবারে বাগানের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত, সাহসও ত অল্প নহে! রাজা কহিলেন, "কে তুমি?"

লোকটি হাসিয়া কহিল, "চিনিতে পারেন না, মহারাজ? আমাকেই ত খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। নিদ্রা নাই, শান্তি নাই, আমার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, আর এখন চিনিতে পারিলেন না?"

রাজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! বিস্ময়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। এই সে চোর! এমন ভদ্র বেশ, শান্ত, সুন্দর মূর্ত্তি! আশ্চর্য্য!

লোকটি কহিল, "মহারাজ, আজ ধরা দিয়াছি, এখন আপনার যা' অভিরুচি।"

রাজা কহিলেন, "যখন ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছি, তখন তোমাকে ক্ষমা করিব, কিন্তু তোমার বুদ্ধির কৌশল দেখাও, তুমি!"

চোর কহিল, "আজ্ঞা করুন।"

"আজ্ঞা?" রাজা চারিদিকে চাহিলেন। কহিলেন, "আচ্ছা, ঐ যে আমার বাগানের পিছনে মাঠ দেখা যাইতেছে, চাষী তার গোরু লইয়া ঘরে ফিরিতেছে, ঐ গোরুটি লইয়া এস। দেখি, কেমন তোমার বুদ্ধি!"

চোর কহিল, "এ ত সামান্য ব্যাপার, মহারাজ!" রাজাকে প্রণাম করিয়া চোর চলিয়া গেল। রাজা পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৩

বেচারী চাষী গোরু লইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। অসুখ করিয়াছিল বলিয়া, চাষা কয়দিন বাহির হইতে পারে নাই। হঠাৎ দূরে ছোট ছেলের চীৎকার শুনা গেল, "মাগো ডুবে মলুম, গেলুম গো!" নিকটে গাছ ছিল। চাষী গোরুটিকে ডালে বাঁধিয়া চীৎকার লক্ষ্য করিয়া ছুটিল!

বেচারীর ঘুরিয়া বেড়ানই সার। কোথায় ছেলে, কোথায় বা জল! তার রাগ হইয়া গেল। দুষ্ট বদমায়েস ছেলে, চালাকি করিয়া তাহাকে এই সন্ধ্যার সময় অনর্থক ঘুরাইয়া

মারিল! সে ঘরে ফিরিলে তবে চাষা বেচারা মুখে দুটা আহার দিতে পাইবে, এখন তার দেরী করিলে কি চলে!

মাঠে আসিয়া চাষী দেখে, গাছের ডাল তেমনি রহিয়াছে, কিন্তু গোরু নাই! সে কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার নিকট ছুটিল! "মহারাজ! গরিব আমি! থাকিবার মধ্যে ঐ একটি গোরু, তাহাও চুরি গিয়াছে, এইমাত্র—ছেলে নাই যে খাটিয়া দুই মুঠা অন্ন আনিয়া দিবে, স্বামী বুড়া মানুষ, রোগে ভুগিতেছে, আমিও বুড়ী হইয়াছি, গায় বল নাই যে খাটিয়া অন্ন দিই, ঐ গোরুর দুধ বেচিয়া অন্নের সংস্থান করি। রক্ষা করুন, আমাকে!

রাজা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া অর্থ ও আহার দিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ইতিমধ্যে চোর আসিয়া উপস্থিত, পিছনে গোরু। চোর কহিল, "মহারাজ, এমন সহজ কাজ করিয়া ত মনে সুখ পাই না! এ'ত যে-সে চুরি করিতে পারিত।"

রাজা কহিলেন, "কি করিয়া চুরি করিলে?"

চোর কহিল, "মাঠের পাশে বন আছে, সেখান হইতে ছেলের গলার সুর ধরিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিলাম, যেন জলে ডুবিয়াছি! চাষী সেদিকে ছুটিল, আমিও গোরু লইয়া আসিলাম।"

রাজা কহিলেন, "এ সহজ কাজ বলিতেছ! আচ্ছা, তবে আর এক কাজ কর, আমি যে ঘোড়ায় চড়ি, আমার আস্তাবল হইতে সেই কালো ঘোড়াটি চুরি করিয়া আন!"

চোর কহিল, "বেশ, মহারাজ, আদেশ করুন, কবে চাই ?"
রাজা কহিলেন, "আজ রাত্রে !"
চোর কহিল, "তাহাই হইবে।"

কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া রাজা ভাবিলেন, এবার আর চোর যায়, কোথা ! এবার সে নিশ্চয় ধরা পড়িবে ! সহিস ও প্রহরীর দলকে ডাকিয়া কহিলেন, "যদি কাজে গাফিলি দেখি, ত সব কয়েদ করিব।" সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আস্তবলের সম্মুখে পাহারা বসিল, বাছাই-করা সব জোয়ান প্রহরীর দল ! মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, তাহাতে জরির ফুল বসানো, গায় জমকালো জামা, কোমরবন্ধে তলোয়ার। কেহ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া, কেহ বা জমিতে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল। সহিসের দল ত ঘোড়ার আশেপাশে দাঁড়াইয়া ছিলই।

প্রহরীর সর্দ্দারের বিষম কষ্ট ! একে গ্রীষ্মকাল, তায় মোটা শরীর লইয়া সারারাত্রি জাগিয়া থাকা যে কি কষ্ট, তাহা সে-ই জানে ! অন্য লোক হইলে কোন্ কালে তার পেন্সন হইয়া যাইত, কিন্তু বেচারা রাজার মন জোগাইয়া এবং কাজ দেখাইয়া পেন্সনের অতিরিক্ত কাল চাকরি রাখিয়াছিল।

সন্ধ্যাবেলা একটি লোক আসিয়া সর্দ্দারের নিকট আশ্রয় চাহিল। তার কেহ নাই, চাকরির জন্য সে আসিয়াছে, চাকরি

মিলিলে তবে তার প্রাণটি বাঁচে। তিন দিন বেচারা অনাহারে আছে। সর্দ্দার বলিল, "বেশ, চাকরি আছে। আমার বদলে পাহারা দাও। আমার শরীর খারাপ, তুমি ত জোয়ান আছ।"

লোকটি কহিল, "যে আজ্ঞা।"

সর্দ্দার কহিল, "রাজার আস্তাবলে পাহারা দিতে হইবে। ঘোড়া না চুরি যায়, আজ রাত্রে। খুব হুঁসিয়ার। যদি আজ ভাল কাজ দেখাও ত কাল রাজসরকারে চাকরির কথা বলিয়া দিব।"

সর্দ্দার তাহাকে পোষাক দিল। লোকটি আহার শেষ করিয়া কহিল, "ঘণ্টা দুই একটু ঘুমাইয়া লই, তার পর ডাকিয়া দিবেন, ভোর অবধি পাহারা দিব।"

রাত্রি দুপরের সময়, নূতন প্রহরী আস্তাবলের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "সব হুঁসিয়ার, ভাই, এই রাত্রিটাই চোরের পক্ষে সুবিধার। এ সময়টুকু সজাগ থাকিলেই, ব্যস্, কাজ খতম।"

সকলের সঙ্গে সে বেশ আলাপ জমাইয়া তুলিল! প্রহরীদের ডাকিয়া সে বলিল, "তোমরা একে একে খাইয়া লইলে ভাল হয়! একটু যাহোক মিষ্টি, আর এক গ্লাস সরবৎ। এই গরমের রাত—"

প্রহরীর দল কহিল, "নসীব, দাদা! খাবার আনিয়া দেয়

কে ? ক্ষুধায় নাড়ীগুলা ত ছিঁড়িয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে।”

লোকটি কহিল, “সে কি ? তা বলিতে হয়। পেটে খাবার না পড়িলে পাহারা দিতে বল পাইবে কোথা ? আমি খাবার আনিয়া দিতেছি, কিন্তু খুব হুঁসিয়ার, ভাই সব।”

প্রহরীর দল তার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, “খাসা লোক তুমি, দাদা।”

চক্ষের নিমেষে লোকটি ঝুড়িভরা খাবার আনিয়া হাজির করিল, কচুরি, সিঙেড়া, নিমকি, গজা, সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তোয়া, খাজা! বোম্বাই আম অবধি বাদ পড়িল না! প্রহরীর দল ত লাফাইয়া উঠিল। পিছনে আবার জালা-ভরা ঠাণ্ডা সরবৎ! আঃ, এমন না হইলে কাজ করিয়া আরাম!

লোকটি কহিল, “মহারাজ তোমাদের নজরবন্দী দেখিয়া ভারী খুসী। সব খেয়ে নাও, ভাই, যত ইচ্ছা খাও, যার যা মন চায়! আবার আনিয়া দিব। রাজার ভাণ্ডার মুক্ত। কিন্তু ভাই, খুব হুঁসিয়ার!”

মনের আনন্দে সকলে খাইতে বসিয়া গেল। পরিবেষণের কাজেও লোকটি ভারী মজবুত! সকলকে পরিতোষের সহিত সে ভোজন করাইল। এক জন কহিল, “দাদা, এত খাওয়াচ্ছ, তুমি নিজে কিছু খাবে না ?”

সে কহিল, "আগে তোমাদের খাওয়া শেষ হোক, তার পর খাব বৈকি।" তার পর সরবতের পালা। গেলাস গেলাস সরবৎ উঠিতে লাগিত। কি সুন্দর, ঠাণ্ডা! সকলে প্রাণ ভরিয়া পান করিল। খাওয়া শেষ হইলে একজন কহিল, "দাদা, একটু ঘুমাইয়া লই।" ক্রমে সকলের মুখেই ঐ কথা! লোকটি কহিল, "বেশ ত! আমি আছি, ভাই, কোন ভয় নাই, একটু ঘুমাইয়া লও। কিন্তু দাদা, খুব হুঁসিয়ার!"

আসল কথা, সে সরবৎ ঠিক সরবৎ নহে, তার সঙ্গে এমন একটা ঔষধের গুঁড়া মিশান ছিল, যাহা খাইলে ঘুমে আচ্ছন্ন হইতেই হইবে। সকলে যখন ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল, তখন লোকটি যাইয়া রাজার সহিসের হাত হইতে ঘোড়ার দড়িটি খুলিয়া লইল, পায়ের দড়ি কাটিয়া দিল এবং ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া বাহির হইল। নিদ্রাকাতর সহিস বা প্রহরীর দল কিছু জানিতেও পারিল না।

ভোরের সময় রাজার ঘুম ভাঙিল। রাজা চুপি চুপি মনের আনন্দে আস্তাবলের দিকে চলিলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁর ক্রোধের সীমা রহিল না। ডাক দিয়া প্রহরীগুলাকে তুলিলেন। তারা চোখ রগড়াইয়া চাহিয়া দেখে, রাজা! ভয়ে ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া দেখে, আস্তাবলে ঘোড়া নাই, সহিসটা শুধু দড়ি ধরিয়া ঘুমাইতেছে। তখন তাহারা ব্যাপার

খুলিয়া বলিল, কেমন করিয়া রাজার একজন প্রহরী আসিয়া তাহাদিগকে খাবার ও সরবৎ দিয়া ভুলাইয়া গিয়াছে! শুনিয়া রাজা অবাক হইয়া গেলেন। এমন সময় দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা গেল। ঘোড়া হইতে নামিয়া প্রহরীবেশী চোর আসিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল,—কেমন করিয়া সর্দ্দারের কাছে সে চাকরী খুঁজিতে গিয়াছিল, পোষাক পরিয়া তদ্বিরে আসিয়াছিল, তারপর সরবতে গুঁড়া মিশাইয়া সকলকে ঘুমে অচেতন করিয়া ঘোড়া লইয়া গিয়াছিল। কোন কথা সে গোপন করিল না।

রাজা বলিলেন, "তোমার বাহাদুরি আছে, বটে! কিন্তু ইহাদিগকে ভুলানো শক্ত কথা নয়, তুমি আর এক কাজ কর, এই শেষ!"

চোর কহিল, "কি কাজ, বলুন, মহারাজ!"

রাজা কহিলেন, "রাণীর হাতে যে হীরার আংটি আছে, আজ রাত্রে সেই আংটি যদি চুরি করিতে পার, তবেই বুঝিব, তোমার শক্তির তুলনা নাই!"

চোর আনন্দে কহিল, "বেশ, মহারাজ!"

৫

সে দিন যখন রাত্রি নামিল, তখন, রাজার আদেশে রাজবাটীর সমস্ত দ্বার রাজার সম্মুখে বন্ধ হইল, এবং প্রত্যেক দ্বারের নিকট

সজাগ প্রহরী দাঁড়াইল। এবার প্রহরীরা খুব হুঁসিয়ার হইয়া রহিল, সে রাত্রে চোর বড় ঠকাইয়া গিয়াছে!

তেতালার ঘরে পালঙ্কে বসিয়া রাজা রাণীর সহিত পাশা খেলিতেছিলেন! সে রাত্রে কেহই ঘুমাইবেন না, স্থির করিয়াছিলেন! রাণী পাশা খেলিতেছিলেন, আর চারি ধার হইতে হাজার বাতির আলো লাগিয়া তাঁর আংটির হীরা ঝক্‌ঝক করিতেছিল! রাজা মধ্যে মধ্যে তাহাও দেখিতেছিলেন।

জ্যোৎস্না রাত্রি! দখিণা বাতাস ফুলের গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আতর গোলাপের গন্ধের সহিত ফুলের গন্ধ মিশিয়া চারিধার সুরভিত করিয়া তুলিয়াছিল। জ্যোৎস্নার আলোয় বাহিরের গাছপালাগুলা ছবির মতই স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল! দূর গাছে একটা পাখী, থাকিয়া থাকিয়া, মিঠা সুরে গাহিয়া উঠিতেছিল।

রাত্রি তখন দুইটা বাজিয়াছে। বাহিরের দেওয়ালে মই লাগানর শব্দ পাইয়া রাজা উঠিয়া জানলার ধারে আসিয়া দেখেন, মই বহিয়া কে উপরে উঠিতেছে! রাজা আড়ালে লুকাইলেন। জানলার নীচে কালো পাগড়ি-পরা মাথা দেখিয়া রাজা লাঠি লইয়া সবলে তাহাকে ধাক্কা দিলেন। "বাবা গো" বলিয়া সেটা নীচে পড়িয়া গেল। পতনের শব্দ স্পষ্ট শুনা গেল! রাজা জানলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন! নীচে হইতে একটা অস্ফুট কাতর শব্দ শুনা যাইতেছিল; ক্রমে তাহা একেবারে থামিয়া গেল!

রাজা রাণীকে কহিলেন, "ঠিক হইয়াছে, আজ লোকটা নিশ্চয় প্রাণ দিয়াছে। আমি একবার দেখিয়া আসি, তুমি সাবধানে থাক।"

রাজা বাহিরে চলিয়া গেলেন। রাণীর তন্দ্রা আসিতেছিল। তিনি পালঙ্কে মাথা গুঁজিয়া চোখ বুজিলেন!

সহসা রাজা ঘরে ফিরিয়া কহিলেন, "রাণী, লোকটা মরিয়া গিয়াছে! তোমার আংটিটা এখন আমার কাছে রাখ। কি জানি, বেটার যদি অন্য লোক জন থাকে, আর ইতিমধ্যে আসিয়া পড়ে! সাবধান থাকা দরকার। আমি তার দেহটা উঠাইবার ব্যবস্থা করি!"

রাণী কহিলেন, "এখনই এস, আমার ভয় করিতেছে।"

রাজা ছুটিয়া বাহিরে গেলেন!

আধ ঘণ্টা পরে রাজা আবার ফিরিয়া আসিলেন! কহিলেন, "রাণী, এবার ঠিক হইয়াছ! লোকটা মই বহিয়া উপরে উঠিতেছিল, ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া মরিয়াছে!"

রাণী কহিলেন, "সে কথা ত শুনিলাম।"

রাজা কহিলেন, "কখন আবার শুনিলে?"

রাণী কহিলেন, "কেন, তুমি যে এই মাত্র সে কথা বলিয়া আমার হাত হইতে আংটি লইয়া গেলে!"

রাজা কহিলেন, "তোমার আংটি লইয়া গেলাম,—সে কি ? এ কি বলিতেছ, তুমি ?"

রাণী কহিলেন, "কি আর বলিব ? এই মাত্র ঘরে আসিয়া তুমি বলিলে, 'লোকটা মরে গেছে, আংটি আমার কাছে দাও !"

রাজা কহিলেন, "বল কি, রাণী ? এঁ্যা ! খবর নিতে হল !"

খোঁজ করিয়াও বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া গেল না !

৬

ভোরের বেলা রাজা সভায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তখনো সভাসদেরা কেহ আসে নাই। রাজা ভাবিতেছিলেন, কে আসিয়া আংটি লইয়া গেল ! এমন সময় চোর আসিয়া হাসিয়া কহিল, "এই নিন, মহারাজ, আংটি !"

রাজা চমকিয়া কহিলেন, "কি করিয়া লইলে ?"

চোর কহিল, "মশান হইতে একটা মড়া লইয়া তার মাথায় কালো পাগড়ি জড়াইয়া বাঁশের সঙ্গে সেটা বাঁধিয়া মই বহিয়া উঠিতেছিলাম। লাঠির ধাক্কা খাইতেই সেটি নীচে ফেলিয়া আমি 'বাবা গো' বলিয়া চাৎকার করি, তারপর বাঁশটি খুলিয়া লইয়া আড়ালে লুকাই। আপনি নীচে দেখিতে আসিলে, আমি খোলা দ্বার পাইয়া উপরে উঠি। পূর্ব্বেই যাত্রার দল হইতে একটা রাজার পোষাক জোগাড় করিয়াছিলাম, সেটা পরিয়াই

আসিয়াছিলাম! উপরে আসিয়া রাণীমাকে বলিলাম, 'লোকটা মরিয়াছে, পাছে তার অন্য লোকজন আসিয়া আংটি লয়, আমার কাছে আংটি দাও!' তিনি আমাকে মহারাজ মনে করিয়া বিনা বাক্যে আংটি দিলেন। তাঁর তখন তন্দ্রা আসিয়াছিল, অতটা তাই চিনিতে পারেন নাই! আংটি লইয়াই আমি চলিয়া আসি-লাম। এই ত ব্যাপার! এখন আমার অপরাধ ক্ষমা করুন!"

রাজা কহিলেন, "হাঁ, তোমার ক্ষমতা আছে বটে! কিন্তু একটি কথা রাখিতে হইবে, তোমাকে চুরি ছাড়িতে হইবে!"

চোর কহিল, "সেই জন্যই ত আজ মহারাজের পায় ধরা দিয়াছি। চুরি করিবার প্রবৃত্তি আমার আর নাই!"

রাজা কহিলেন, "বেশ কথা! তোমার যেমন বুদ্ধি, তাতে তোমার পরামর্শ পাইলে আমার অনেক উপকার হইবে। তুমি আজ হতে আমার সভাসদ! বাড়ী, গাড়ী, মাহিনা, মান সমস্ত মিলিবে। আজ হতে তুমি চোর নও, আমার বন্ধু!"

চোর নতমস্তকে কহিল, "আমি মহারাজের

কেমন জব্দ

দেখছ যে ঐ খোকাটি, ওঁর—

জোড়া নাইক কোথায় !

এদিকে ত একটি রত্তি,—

দৌরাত্ম্যিটি বেজায় !

নাবার খাবার সময়, ওঁরি

জবরদস্তি, কি সে !

মা ত ওরে নিয়েই পাগল,—

ভেবে না পান দিশে !

একদিন—সে কি বেজায় জব্দ,

কুকুর টেবি নিয়ে,

ব্যাপারখানা জাননা ত,—

শোন মনটি দিয়ে !

সকালবেলায় চুপে চুপে,

টেবিটারে আনে,—

উলের গেঞ্জি গায়ে,—ইজের

কোথায়, তা কে জানে !
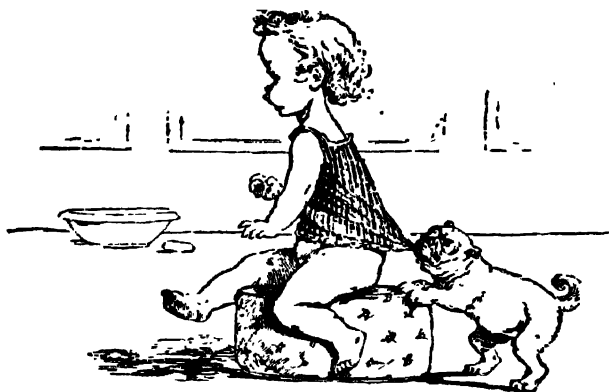
টেবিটাকে জ্বালায় কসে,

খোঁচা খুবই মারে,

লেজটা ধরে টানে, কভু

কাণটা মলে জোরে !

টেবি ভাবে, মন্দ ত নয়,

এ এক, খেলা বুঝি !

লাফায় খোকার চারিদিকে,

ছোটে সোজাসুজি !

জামার খুঁটটি ধরে কভু,

করে টানাটানি ;

খোকা বলে, "ছাড়্‌রে, দুষ্টু",

ছাড়ে না কারদানি !

হঠাৎ জামার উলের ডগা,

দাঁতে চেপে কসে,

ঘোরে টেবি,—অবাক খোকা,—

মোড়ায় আছে বসে।
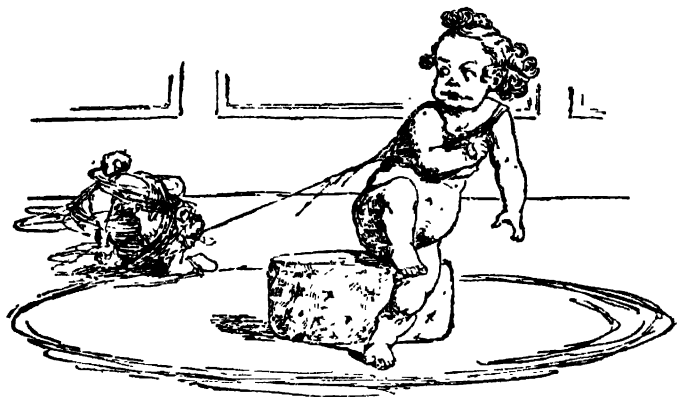
ঘুর ঘুর ঘুর ঘুরছে টেবি,
জামার সুতো ধরে,
খোকা বলে, "থাম্‌রে পাজী,"
টেবি ততই ঘোরে!
উলটা শেষে খুলে জড়ায়,
সবই টেবির গায়—
টেবি নিজেই অবাক হয়ে
থাম্‌ল নিরুপায়!

কেমন জব্দ

খোকার গলায় সুতোর ফেরতা,—
যেন দড়ি বাঁধা,
কোথায় জামা—কোথায় টেবি—
মস্ত সে এক ধাঁধা!
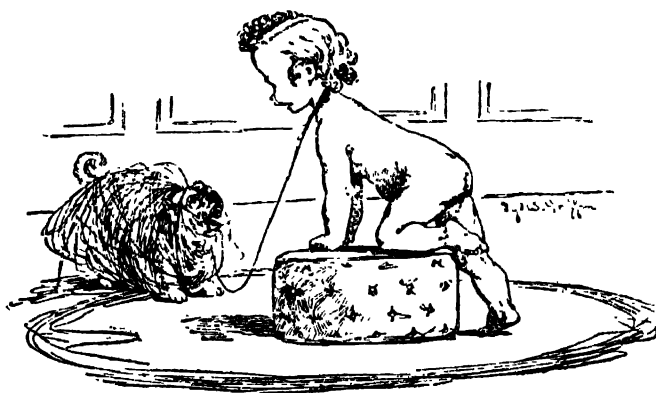
ইলা

ইলা ফুলওয়ালাদের মেয়ে! গরিব হইলে কি হয়, তার দেহে রূপ যেন উছলিয়া পড়িতেছে! সকালে সাজি হাতে করিয়া সে বাগানে-বাগানে ফুল তুলিয়া বেড়ায়। সেই ফুলের রাশি লইয়া সারাদিন বসিয়া সে মালা গাঁথে! সন্ধ্যার সময় তার বাপ ও ভাইয়েরা সেই মালা বেচিয়া পয়সা আনে। গরিবের সংসার, তাহাতেই খরচ কুলাইয়া যায়।

সে দিন বাগানে আসিয়া ইলা দেখে, কোথাও গাছে একটি ফুল নাই। ব্রতর জন্য পাড়ার মেয়েরা আসিয়া সব ফুল তুলিয়া লইয়া গিয়াছে! তার ডাগর চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল। কি করিয়া দিন গুজরান হইবে? কাহাকেও সে গালি দিল না, চোখের জল মুছিয়া হ্রদের ধারে গেল। জলের কোলে সালুক, পদ্ম আছে, তাহা লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না! হ্রদের শাদা জলে, অসংখ্য লাল শাদা পদ্ম ও সালুক ফুটিয়া হাঁসের মত দেখাইতেছিল। পাশে দেবদারু গাছের ডালে বসিয়া একটা দোয়েল শিষ দিতেছিল। হাতের নাগালে যে কয়টি ফুল পাওয়া গেল, ঝুঁকিয়া সেইগুলাই সে তুলিল।

তার পর সাজি ভরিলে, ইলা তীরে উঠিল। এমন সময় কে ডাকিল, "ইলা, ও ইলা!"

ইলা ফিরিয়া দেখে, জলে প্রকাণ্ড এক সাপ! কি তার চক্র! কিন্তু সাপের গা ভারী চিত্র-বিচিত্র করা! ইলা সরিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। তার ভয় হইতেছিল,—তবু সাপে মানুষের মত কথা কহিতেছে দেখিয়া একটু আমোদও যে না হইয়াছিল, এমন নহে। সাপ আবার বলিল, "ভয় করোনা, ইলা! আমি রাজপুত্র। মুনির শাপে, সাপ হইয়া এই জলের মধ্যে বাস করছি! উঃ, একলাটি কি কষ্টেই যে আছি, ইলা! আমার ভয়ে হ্রদের ধারেও লোক আসে না—কি যে মানুষের মন—অথচ আমি কারো কোন ক্ষতি করি নি! জলের মধ্যে মস্ত বাড়ী—সেই বাড়ীর মধ্যে আমি মানুষের রূপ ধরি, বাড়ীর বার হলেই—সাপ হই! মাছেদের কথা-বার্ত্তা বুঝি; তাদের সঙ্গেই কথা কয়ে দু দণ্ড হাঁফ ফেলি—কিন্তু হাজার হোক, তারা মাছ, আমি মানুষ, তাদের সঙ্গে কথা কয়ে কি বাঁচা যায়? তাই আমি কি বলছি, জান, ইলা—?"

ইলার মুখ ফুটিল—সে কহিল, "কি বলছ?"

সাপ বলিল, "আমাকে তুমি বিয়ে কর। আমি তোমাকে রাণী করব। কত মণি-মাণিক মুক্তা-প্রবাল—সব তোমার হবে! লক্ষ্মী ইলা, এস আমার সঙ্গে!" সাপের কথায়

ইলার মনে দুঃখ হইল! একবার সে মনে করিল, সাপের সঙ্গে জলের নীচে যায়! কেমন তার ঘরকর্‌ণা, কেমন তার মানুষের রূপ, কেমন তার ধন-দৌলত, সব সে দেখিয়া আসে! আহা, বেচারা একলাটি আর থাকিতে পারে না!

কিন্তু তার ভয় হইল! কোন কথা না বলিয়া সে বাড়ী চলিয়া গেল। পরদিন আবার ইলা ফুলের জন্য হ্রদের ধারে আসিল। পদ্ম ফুল বেচিয়া ভারি লাভ হইয়াছে, পদ্মের আদর খুব! কিন্তু শুধু পদ্মের জন্যই সে আজ এধারে আসে নাই! যদি আবার সাপের সঙ্গে দেখা হয়, এইজন্যই সে আরো আসিয়াছিল।

সে দিনও সাপ আসিয়া ডাকিল, "এসো, ইলা, এসো, আমার রাণী হবে এসো।" কি তার করুণ সুর! ইলা দুই পা আগে আসিয়া আবার হঠিয়া গেল, কিন্তু তার পরদিন ইলার আর ভয় রহিল না! সাপ আসিয়া যেমন ডাকিল, "ইলা" অমনি সে সাজি ফেলিয়া জলে নামিল। সাপ ইলাকে পিঠে লইয়া জলের নীচে অদৃশ্য হইল।

২

জলের নীচে প্রকাণ্ড বাড়ী! কিন্তু লোক-জন নাই! দাস, দাসী, পাহারার কাজ করে, যত মাছের দল! মাছেরা নূতন রাণী পাইয়া আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল!

সাপ আসিয়া মানুষের রূপ ধরিল! এমন সুন্দর চেহারা,

ইলা জন্মে কখনো দেখে নাই। আহা, এমন পাষাণ মুনি,—কোথায় তিনি? তাঁর পায় ধরিয়া ইলা স্বামীর শাপ মোচন করিতে চায়! সাপ বলিল, "তিনি এখন হিমালয়ের ধারে গেছেন, এ ধারে আর কখনো আসবেন না, বোধ হয়।"

সাপের বাড়ীতে ইলার সুখেই দিন যায়। ক্রমে তার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল! চাঁদের কণার মত ছেলে-মেয়ে! এমন রূপ কেহ দেখিবে না? আহা! ইলার তখন বাপ-ভাইদের কথা মনে পড়িল। ইলা সাপকে বলিল, "অনেক দিন বাপের বাড়ী যাইনি—একবার যাব। বড় মন কেমন করছে!"

শুনিয়া সাপের বুক কাঁপিয়া উঠিল! সে কহিল, "না, ইলা, যেয়ো না, লক্ষ্মীটি।"

ইলা কহিল, "যাব আর আসব। সাত দিনের বেশী থাকব না,—হাজার হোক্, মা বাপ ত!"

সাপ বলিল, "তুমি যাবে, যাও, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের আমি পাঠাব না।"

ইলা কহিল, "সে কি ভাল দেখাবে? এমন চাঁদের মত ছেলে মেয়ে, মা বাপ দেখবে না! তা' ছাড়া এমন ঐশ্বর্য্য!"

সাপ বলিল, "তবে যাও, কিন্তু সাত দিন পরেই ঠিক এসো, না হলে আমার একলাটি বড় কষ্ট হবে, ইলা! হ্রদের ধারে এসে রাজপুত্র বলে তুমি ডেকো। যদি বেঁচে থাকি ত, পিঠে চড়িয়ে

নিয়ে আসব, আর যদি ডাকলে দেখ, হ্রদের জল রাঙা, তা' হলে জেনো, আমি মরে গেছি! আর, এখানকার কথা সেখানে একটিও যেন বলো না, একটিও না,—তা হলে বিপদ হবে!"

ঝিনুকের গাড়ী চড়িয়া ছেলে-মেয়ে লইয়া ইলা হ্রদের তীরে আসিল। কত ধন-রত্ন সে সঙ্গে আনিল—মণি, মুক্তা, প্রবালের রাশি!

সাপের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল! ইলা ছেলেদের লইয়া বাপের বাড়ী গেল!

৩

ভাইয়েরা অবাক হইয়া গেল! কোথায় ছিল, ইলা? এত ধন-রত্ন তাকে কে দিল! কোথাকার রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ হইয়াছে যে, এতদিনে তাদের দুঃখ ঘুচিল! ইলা কোন কথা ভাঙ্গিল না।

তখন ভায়েরা ছেলে-মেয়েগুলিকে আড়ালে লইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল,—কোন্ রাজার ঘর তারা আলো করিয়াছে,—কোথায় তার রাজত্ব,—কোন্ পথে গেলে সে রাজত্বে পৌঁছানো যায়! কিন্তু তাহারা কোন কথা বলিল না। তখন তাহারা ছেলে-মেয়েগুলিকে শাসাইল; তাতেও কোন সুবিধা হইল না দেখিয়া যন্ত্রণা দিতে সুরু করিল। সে যন্ত্রণার বিরাম নাই! শেষে মেয়েটি আর সহিতে না পারিয়া

দেশের কথা সব বলিল। ইলার ভায়েরা তখনই হ্রদের ধারে ছুটিল। গিয়া ডাকিল, "রাজপুত্র!"

সাপ আসিয়া দেখা দিল। ভাইয়েরা অমনই জাল ফেলিয়া তাহাকে টানিয়া তীরে তুলিল—লাঠির ঘায় মারিয়া গর্ত্তে পুঁতিয়া চুপি চুপি বাড়ী ফিরিল। ভাবিল, সাপের হাতে বোন্‌টি কবে মরিয়া যাইবে। এখন বাঁচা গেল!

সাত দিন কাটিয়া গেল। রোদ পড়িয়া আসিয়াছিল। সমস্ত ধন-দৌলত গরিব ভায়েদের দিয়া ইলা ছেলে-মেয়েগুলিকে লইয়া হ্রদের ধারে আসিল। হ্রদের তীরে তাল গাছের পাতা কাঁপাইয়া বায়ু তখন সোঁ সোঁ শব্দ করিতেছিল। ইলার প্রাণ একটা অজানা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

ইলা ডাকিল, "রাজপুত্র!"

কেহ আসিল না। ইলা আবার ডাকিল, "রাজপুত্র!"

হ্রদের জল একবার শুধু কাঁপিয়া উঠিল। ইলা চাহিয়া দেখে, সম্মুখে সমস্ত জলটুকু রক্তের মত রাঙা হইয়া গিয়াছে। হ্রদের কোলে লাল সূর্য্য তখন হেলিয়া পড়িতেছিল।

চম্পা রাজকন্যা

রাজা শিকারে গিয়াছিলেন। বাঘ ভালুক মারিয়া আপনার রাজ্যে ফিরিতেছেন, এমন সময় একটা গাছের উপর তাঁর চোখ পড়িল। সেটা আম গাছ। গাছের ডালে বসিয়া, এক বন-মানুষ আম খাইতেছিল। দেখিয়াই তিনি তীরধনু হাতে লইলেন। বনমানুষ তাহা দেখিয়া, এ ডাল ও ডাল বহিয়া ছুট দিল। রাজাও তার পিছনে ঘোড়া ছুটাইলেন!

সে বনমানুষ, রাজার ঘোড়ার সহিত ছুটিয়া পারিবে কেন? রাজা তীর ছুড়িলেন, বনমানুষ তাঁর পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল; মরিল না, কারণ সেটা শব্দভেদী বাণ, তার টঙ্কারে সকলে অজ্ঞান হয়, মরে না। তাই বনমানুষ মরে নাই, শুধু অজ্ঞান হইয়াছিল।

রাজার লোকজন পিছনে আসিয়া পড়িল। নূতন শিকার পড়িয়াছে! বন কাঁপাইয়া ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। বনমানুষকে খাঁচায় পুরিয়া, লোকজন লইয়া রাজা রাজ্যে ফিরিলেন।

প্রজার দল বনমানুষ দেখিয়া অবাক! রাজার এমন ক্ষমতা! বনমানুষের কথা তাহারা বইয়েই শুধু পড়িয়াছিল, চক্ষে কখনো বনমানুষ দেখে নাই!

সভাসদের দল বলিল, "মহারাজ, এমন শিকার মারবেন না, লোহার পিঁজরায় পুরে রাখুন! দেশ-বিদেশের লোক এসে আপনার বিক্রম দেখে যাক্।"

তখনই মিস্ত্রী আসিয়া লোহার পিঁজরা গড়িয়া দিল। বন-মানুষকে তাহার মধ্যে পুরিয়া রাজা পাত্র-মিত্র, চাকর-দাসী সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "খবরদার, যার গাফিলিতে বনমানুষ পিঁজরা খুলে পালাবে, তার গর্দ্দান যাবে,—সে যেই হোক্! স্বয়ং রাজপুত্র হলেও তার নিস্তার নাই।"

পাত্র-মিত্র, লোকজন সে কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল! কি কঠিন পণ!

রাজা আবার দুই-চারিদিন পরে দেশ জয় করিতে বাহির হইলেন। রাণীকে বলিলেন, "দেখো রাণী, বনমানুষ যেন না পলায়। তার যেন রীতিমত তদ্বির হয়। এত শিকার করেছি, কিন্তু কখনো বনমানুষ ধরা পড়েনি দেখো, সাবধান!"

লোহার পিঁজরার চাবি রাণীর হাতে দিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া লোকজন লইয়া রাজা চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে রহিল, রাণী আর রাজপুত্র কনককুমার। তা ছাড়া দ্বারী, প্রহরী, মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র, দাস, দাসী, ইহারা ত রহিলই!

২

দিন যায়। একদিন রাজপুত্র গোলা লইয়া বৈকালে খেলা
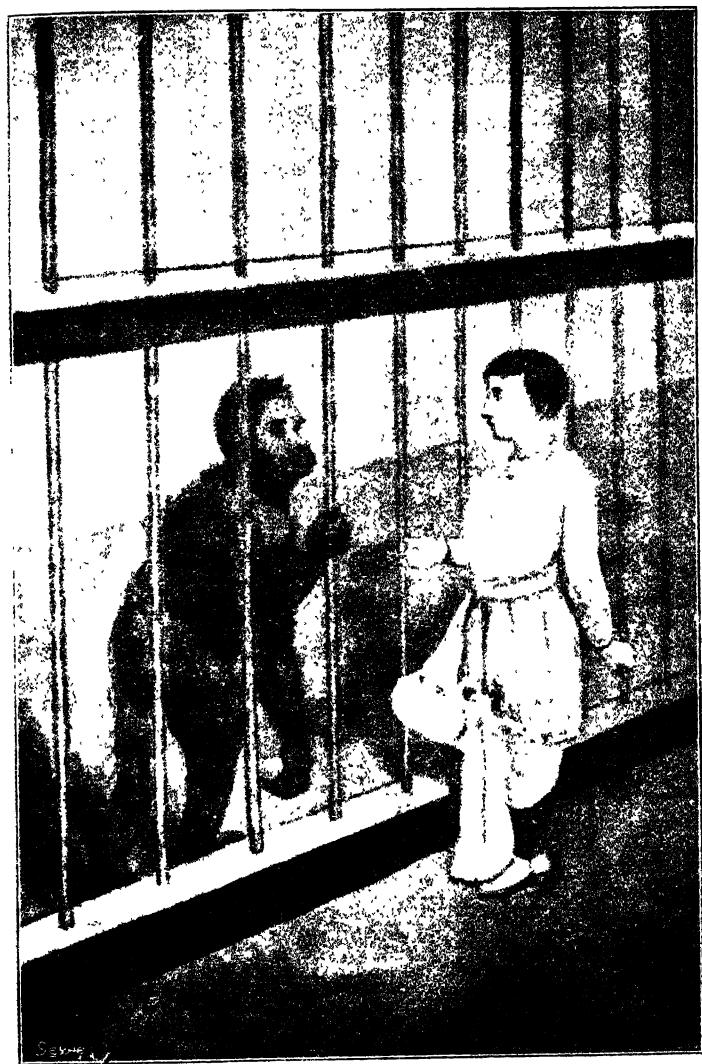
করিতেছিল। গোলাটা হঠাৎ একবার বনমানুষের খাঁচার ভিতরে পড়িল। রাজপুত্র খাঁচার ধারে আসিয়া দেখিল, বনমানুষ গোলা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

রাজপুত্র কহিল, "ওগো, আমার গোলাটা দাও না, আমার খেলা বন্ধ হয় যে!"

বনমানুষ কহিল, "গোলা দোব, কিন্তু তুমি আগে আমার খাঁচা খুলে দাও, তবে!"

রাজপুত্র কহিল, "কেমন করে দোব? আমার কাছে ত আর চাবি নেই।"

বনমানুষ কহিল, "দেখ গে, তোমার মার বালিশের নীচে তাঁর সিন্দুকের চাবি আছে, সিন্দুক খুলে খাঁচার চাবি নিয়ে এস! তা'হলেই তোমার গোলা দোব।"

রাজপুত্র দাঁড়াইয়া ভাবিল, এখন কি করা যায়! খেলা নষ্ট করা ত কিছুতে হইতেই পারে না। সোণার গোলাও ত এখন মুখের কথা খসাইলেই মিলিবে না।

রাজপুত্র কহিল, "আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও, আমি চাবি নিয়ে আসি।"

বনমানুষ কহিল, "দেখো, খুব চুপি চুপি এনো, কেউ না জানতে পারে!"

"সে কথা আর বলতে হবে না, মশায়," বলিয়া রাজপুত্র ছুট দিল।

রাণী তখন কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন! রাজপুত্র আসিয়া বালিশের নীচে হইতে চাবি লইয়া চুপি চুপি সিন্দুক খুলিয়া খাঁচার চাবি বাহির করিল। চাবি আনিয়া খাঁচা খুলিতেই, বনমানুষ বাহিরে আসিল। রাজপুত্রের হাতে গোলা দিয়া সে কহিল, "তুমি আমার বড় উপকার করলে, আজ! যদি দিন পাই ত এ উপকারের শোধ দোব!"

অত কথা রাজপুত্রের কাণে গেল না। গোলা লইয়া সে আবার খেলায় মাতিল।

খাঁচায় বনমানুষ নাই দেখিয়া, পরদিন সকালে ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল! চারিদিকে লোক ছুটিল, খোঁজ্ খোঁজ্! কিন্তু কোথায়, বনমানুষ?

অন্দরে বসিয়া রাণী প্রমাদ গণিলেন। সিন্দুকের মধ্যে খাঁচার চাবি—কে সে চাবি চুরি করিল? এ খবরই বা সে কোথা হইতে পাইল? এদিকে রাজপুত্র নিজের মনে খেলিয়া বেড়ায়। এত গোলমাল কেন,—তাহা ভাবিয়া মাথা খারাপ করা রাজপুত্রের কাজ নয়।

৩

তার পর একদিন দেশ জয় করিয়া ধূমধামে রাজা দেশে ফিরিলেন। রাণীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল!

রাজা আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "বনমানুষের খবর কি?"

প্রহরী ভয়ে ভয়ে আসিয়া কহিল, "বনমানুষ পালিয়ে গেছে, মহারাজ!"

রাজা তখনি তাহাকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। সভায় বসিয়া তিনি সকলকে ডাকাইলেন। কেমন করিয়া যে বনমানুষ পলাইল, তাহা কেহই বলিতে পারিল না।

রাজা কহিলেন, "সব কয়েদ কর। যত অপদার্থ এক সঙ্গে জুটেছে!"

রাজপুত্র তখন ব্যাপার বুঝিয়া রাজার কাছে আসিল, কহিল, "মহারাজ, এদের কোন দোষ নেই, আমিই তার খাঁচা খুলে তাকে বার করে দিছি!"

রাজা চমকিয়া উঠিলেন! এত বড় আস্পর্দ্ধা! পিতার আজ্ঞা অবহেলা করা! রাজা কহিলেন, "কেন, বার করে দিলে?"

রাজপুত্র তখন সকল কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া রাজা বলিলেন, "তুমি সত্য কথা বলেছ—এতে আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু তোমার গর্দ্দান যাবে। আমার কাছে প্রজাও যে, পুত্রও সে। আমার পুত্র বলে যে তুমি মুক্তি পাবে, তা হবে না।"

তখনি কোটালের ডাক পড়িল। সে আসিয়া নত মস্তকে রাজসভায় দাঁড়াইল। রাজা কহিলেন, "এর গর্দ্দান লও।"

কোটাল শিহরিয়া উঠিল, "রাজপুত্র?"

রাজা গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "হাঁ, রাজপুত্র! অবাধ্য রাজপুত্র! একই অপরাধে একজনের প্রাণদণ্ড হবে, আর একজন মুক্তি পাবে, এমন আইন আমার রাজ্যে নয়।"

মন্ত্রী-সভাসদ হাহাকার করিয়া উঠিল, কহিল, "মহারাজ, রাজপুত্র ছেলেমানুষ, ক্ষমা করুন, এবার তাকে ক্ষমা করুন।"

রাজা বলিলেন, "না।" তার পর কোটালকে বলিলেন, "নিয়ে যাও। আজই আমি রাজপুত্রের রক্ত দেখতে চাই।"

রাজপুত্রের হাত ধরিয়া কোটাল চলিয়া গেল। ঝর ঝর করিয়া তার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। রাজপুত্র কহিল, "কাঁদো কেন, ভাই কোটাল?" কোটালের মুখে কথা ফুটিল না।

অন্দরে রাণী এ সংবাদ পাইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

৮

মশানে আসিয়া কোটাল বলিল, "রাজপুত্রের গায় আমি অস্ত্র দিতে পারব না।"

রাজপুত্র কহিল, "রাজার আদেশ মানবে না?"

কোটাল আকাশের দিকে চাহিয়া কহিল, "উপরে যিনি রাজার রাজা আছেন, তাঁর কাছে অপরাধী হতে বলেন, কুমার? মহারাজ রাগের মাথায় এমন আদেশ দিয়েছেন! তুচ্ছ একটা বনমানুষের জন্য, রাজপুত্রের প্রাণদণ্ড!"

রাজপুত্র কহিল, "কি করবে, তবে?"

"আপনাকে ছেড়ে দেব। এই মশানের ধারে বনের মধ্যে যে পথ গেছে, সেই পথ ধরে আপনি অন্য রাজ্যে চলে যান। তারপর মহারাজ যখন আপনার জন্য অস্থির হবেন, তখন এসে আপনাকে নিয়ে যাব।"

রাজপুত্র কহিল, "রক্ত দেখাবে কি করে?"

"একটা শেয়াল কি কুকুর কেটে তারি রক্ত নিয়ে যাব!"

কোটাল চলিয়া গেল। রাজপুত্র বনের পথে চলিল।

অনেক পথ সে চলিল, তবু কোন গ্রাম বা সহর মিলিল না। ক্রমেই নিবিড় বন! শেষে গাছের পাতায় আর আকাশ দেখা যায় না;—এমন গভীর বন। রাজপুত্র ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এত পথ হাঁটা ত রাজপুত্রের কখনো অভ্যাস নাই, তার উপর ক্ষুধাও বেশ পাইয়াছিল। বনের ফলে ক্ষুধা, ও ঝরণার জলে তৃষ্ণা দূর করিয়া এক গাছের তলায় রাজপুত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আঁধার বন আরো আঁধারে ছাইয়া গিয়াছে! বাঘভালুকের গর্জ্জনে গাছপালা কাঁপিয়া উঠিতেছিল, রাজপুত্র তখন গাছে উঠিল। গাছের ডাল ধরিয়া বসিয়াই রাজপুত্রের রাত্রি কাটিল।

ভোরের বেলায় গাছে বসিয়া রাজপুত্র দেখিল, দূরে এক পাহাড়,—পাহাড়ের উপর স্ফটিকের প্রাসাদ। তাহার গায়

সূর্য্যের আলো পড়ায় লাল নীল নানা রঙের ছটা বাহির হইতেছে।

ক্রমে দিনের আলো ফুটিল। এবং রাজপুত্রও গাছ হইতে নামিয়া সেই স্ফটিক প্রাসাদের দিকে চলিল।

কিছুক্ষণ পরে নূতন রাজ্যে লোক-জনের মুখ দেখিয়া রাজপুত্রের প্রাণ বাঁচিল।

৫

নূতন রাজার দেশ—মস্ত দেশ! খুব বড় রাজা। অনেক লোকজন, ধন-দৌলতও বিস্তর, কিন্তু রাজার মনে সুখ নাই! রাজার পুত্র ছিল না, একটি মাত্র কন্যা, নাম চম্পা—চাঁপা ফুলের মত তার রঙ, অপূর্ব্ব সে সুন্দরী!

লোকের মুখে চম্পার রূপের কথা শুনিয়া দেশদেশান্তর হইতে কত রাজপুত্র বিবাহের জন্য আসিল। কিন্তু চম্পার কাহাকেও মনে ধরিল না। রাজা রাগে জ্বলিয়া গেলেন, এ কি ব্যাপার—অদ্ভুত কাণ্ড! এমন সুন্দর, সব রাজপুত্র, যেমন রূপ, তেমন গুণ, কাহাকেও চম্পার মনে ধরে না! রাজপুত্রদিগকে এমনভাবে সে অপমান করিতেছে!

রাজ্যের বাহিরে এক প্রকাণ্ড পাহাড়। রাজার হুকুমে তাহার উপর স্ফটিকের প্রাসাদ তৈয়ার করা হইল। রাজা চম্পাকে নির্জ্জনে সেইখানে রাখিয়া দিলেন! আদরের একটি

মাত্র মেয়ে, বনবাসে দিতে পারেন না, তাই এই ব্যবস্থা! বনে গাছের উপর হইতে রাজপুত্র কনক এই স্ফটিকের প্রাসাদই দেখিতে পাইয়াছিল।

চম্পা পণ করিয়াছিল, এই স্ফটিক প্রাসাদের কোণে যে ডালিম গাছ আছে, তাহাতে যে সোণার ডালিম ফলে, ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়া সেই ফল যে আনিয়া তাহার হাতে দিতে পারিবে, তাহাকেই সে বিবাহ করিবে। তা সে রাজপুত্রই হোক, আর ভিখারীর ছেলেই হোক!

পণের কথা শুনিয়া রাজপুত্রের দল আবার ছুটিয়া আসিল। কিন্তু এমন ঢালু পাহাড়, উপরে ঘোড়া উঠিতেই পারে না—তা ফল আনিবে! মনের দুঃখে পাহাড়ের নীচে দাঁড়াইয়া রাজপুত্রের দল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, আর রাজকন্যা চম্পা স্ফটিক প্রাসাদের ছাদে বসিয়া তাহাদের অক্ষমতা দেখিয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠে। বাতাসে তার ওড়নার সোণালী আঁচল উড়িতে থাকে, তাহার উপর সূর্য্যের আলো পড়ে, চারিধারে যেন সোণালী বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়!

কনক আসিয়া সব কথা শুনিল। রাজকন্যাকে একদিন সে চোখেও দেখিল। ছাদের কোণে বৈকালে দাঁড়াইয়া রাজকন্যা চুল শুখাইতেছিল,—দূর হইতে কনক তাহা দেখিতে পাইল,—কালো চুলের রাশি, জলের ঢেউয়ের মত, রাজকন্যার মুখ চোখ

বাহিয়া ঝরিয়া নামিয়া পড়িয়াছে—কন্যার মুখখানি সেই চুলের রাশির মধ্যে মেঘে-ঘেরা চাঁদের মতই সুন্দর দেখাইতেছিল।

তার মনে হইল, ঘোড়া পাইলে সে একবার পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করে! কিন্তু ঘোড়া তাহাকে কে দিবে? সে যে রাজপুত্র, এ কথা কে-ইবা বিশ্বাস করিবে?

ভাবিয়া উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, রাজার গাভী-শালায় সে রাখালের কর্ম্ম লইল!

ভোর হইলেই গাভীর দল লইয়া রাজপুত্র বনে চলিয়া যায়। গাভীর দল ঘাস খায়, সে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবে, কি করিয়া সোণার ডালিম রাজকন্যার হাতে দিয়া তাহাকে সে বিবাহ করিবে! শুধু ভাবিয়াই দিন যায়, উপায়ের আর কোন সন্ধান মিলে না। তার পর রোদ পড়িলে গাভীর দল তাড়াইয়া সে ঘরে ফিরে। বুকের মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে!

৬

শেষে এক দিন সে ভাবিল, কিসের জন্য এ জীবন! যদি রাজকন্যা চম্পাকে না পাইলাম ত বৃথা রাজপুত্র হইয়া, এ গাভীর দল তাড়াইয়া ফিরিয়া লাভ কি! এ প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়াই ভাল!

ভাবিয়া সে নদীর ধারে গেল! ধীরে ধীরে জলে নামিতেছে, এমন সময় কে ডাকিল, "রাজপুত্র!"

কনককুমার ফিরিয়া দেখে, তীরে দাঁড়াইয়া, এক বনমানুষ। বনমানুষ কহিল, "রাজপুত্র ? চিনতে পার ?"

রাজপুত্র কহিল, "তোমাকে আর চিনব না ? তোমার জন্য আজ আমার এই দুর্দ্দশা! রাজপুত্র হয়ে রাখালের মত গোরু চরাচ্ছি।"

বনমানুষ কহিল, "সে কথা ভুলি নি, আমি, রাজপুত্র। আমি সে উপকারের আজ শোধ দিতে এসেছি।"

রাজপুত্র কহিল, "আর শোধ!"

বনমানুষ কহিল, "তুমি চম্পা রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাও ?"

রাজপুত্র কহিল, "সে আশা দুরাশা! সোণার ডালিম না আনলে ত আর বিয়ে হবে না। রাজকন্যার বড় কঠিন পণ।"

বনমানুষ কহিল, "আমি তোমাকে ঘোড়া দেব। রাজার পোষাক দেব। সেই পোষাক পরে সেই ঘোড়ায় চড়ে তুমি এখনই যাও। বনমানুষের রাজা, আমি! আমার পক্ষীরাজ ঘোড়ার অসাধ্য কিছু নেই! জল ছেড়ে এখন উঠে এস!"

রাজপুত্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল! কহিল, "আমার গোরু দেখবে কে ?"

"সে ব্যবস্থা আমি করছি" বলিয়া বনমানুষ একটা শিষ্ দিল। চারিধার হইতে অমনই অসংখ্য বনমানুষ ছুটিয়া আসিল!

বনমানুষদের রাজা বলিল, "দেখ, রাজপুত্র আমার বন্ধু, যতক্ষণ না তিনি ফেরেন, ততক্ষণ তোমরা তাঁর গোরু চৌকি দাও!"

রাজপুত্র তখন বনমানুষের সহিত তার গুহায় গেল। গুহার মধ্যে বেশ সাজানো ঘর-দ্বার, পথ-ঘাটও চমৎকার। রাজপুত্র পোষাক পরিল, হারা-মুক্তা বসানো রাজার যোগ্য পোষাক, সুন্দর পাগড়ী! বাহিরে পক্ষীরাজ ঘোড়া সজ্জিত ছিল! রাজপুত্র তার পিঠে চড়িয়া লাগাম ধরিল! ঘোড়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পাহাড়ের দিকে ছুটিল!

অপর রাজপুত্রের দল পাহাড়ের নীচেই দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় কনককুমারের ঘোড়া তীরবেগে আসিয়া পাহাড়ে উঠিল! তার পোষাকের মণি-মাণিক্যের ঝলকে রাজপুত্রদের চোখ ঝলসাইয়া গেল। তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে এল রে! আজ এ কে এল!"

ঘোড়া গিয়া ডালিমগাছের পাশে দাঁড়াইল। রাজকুমার সোণার ডালিম পাড়িল। অমনই পাহাড়ের পাখীগুলা মিস্ট সুরে গাহিয়া উঠিল! সোণার ডালিম লইয়া রাজপুত্র স্ফটিকের প্রাসাদে চম্পা রাজকন্যার ঘরের জানালার কাছে আসিয়া ডাকিল, "রাজকন্যা!"

রাজকন্যার সখী কহিল, "কে ডাকে?"

কনক কহিল, "আমি ডালিম এনেছি, রাজকন্যা, সোণার ডালিম নাও।"

রাজকন্যা চম্পা আসিয়া হাত পাতিল।

কনককুমার রাজকন্যার হাতে ডালিম দিল। লজ্জায় রাজ-কন্যার হাত কাঁপিয়া উঠিল! রাজকন্যার সখী কহিল, "ইনি কোন্ দেশের রাজপুত্র, ভাই?"

কনক কথা না কহিয়া আপনার আংটিটি চাঁপার কলির মত চম্পার সুন্দর নরম আঙ্গুলে পরাইয়া দিল, তাহাতে নাম লেখা ছিল, "কনককুমার!" চম্পাও নিজের নাম-খোদা আংটিটি কনকের আঙ্গুলে পরাইয়া দিল!

তাহার পর কনককুমার নক্ষত্রের বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া নীচে নামিয়া আসিল। রাজকন্যা জানালার পাশে বসিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, এমন সুন্দর রাজপুত্র, এমন অদ্ভুত, তার ক্ষমতা! দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

কনককুমার দৃষ্টির অন্তরালে মিশাইলে রাজকন্যার মাথা আপন হাতে ঢলিয়া পড়িল। রাজকন্যা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল!

৭

রাজার নিকট সংবাদ গেল। নানান্ সুরে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। রাজকন্যাকে লইবার জন্য তখনই সোণার মহাপায়া

আসিল। রাজকন্যা রাজপুরীতে আসিল। রাজকন্যাকে বুকে লইয়া রাণী কাঁদিলেন, কহিলেন, "এলি মা!"

রাজার আদেশে কনককুমারের সন্ধানে চারিধারে লোক ছুটিল!

গাভীশালায় গাভী রাখিয়া রাখালবেশী কনককুমার সভায় আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "মহারাজ, এই দেখুন, রাজকন্যার আংটি, আমিই কনককুমার—বিয়ে দিন, আমাদের।"

রাজা চমকিয়া উঠিলেন, এ চোর, না ডাকাত! নিশ্চয়ই এ কনককুমারকে মারিয়া তার আংটি লইয়া আসিয়াছে! রাজা হুকুম দিলেন, "এখনি এর গর্দ্দান নাও!"

গোলমাল শুনিয়া, সভার পাশে চিকের আড়ালে রাজকন্যা আসিয়া দাঁড়াইল। সে তখনই কনককে চিনিল, কিন্তু রাজপুত্রের এ কি বেশ! রাজকন্যা চীৎকার করিয়া উঠিল, "হাঁ বাবা, ইনিই সোণার ডালিম পেড়েছেন!"

সভার লোক ঘৃণায় মুখ ফিরাইল। ক্ষুব্ধ রাজপুত্রের দল বলিল, "সে কি মহারাজ, এই রাখালটার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেবেন?"

রাজা কনককুমারকে কহিলেন, "তোমার এ কি বেশ! তুমি আমার রাখাল?"

কনক কহিল, "হাঁ, মহারাজ, আমি রাখাল, কিন্তু সোণার ডালিম আমিই এনেছি!"

সকলে বলিল, "প্রমাণ ?"

"বেশ, এখনি আসছি আমি," বলিয়া কনককুমার বাহিরে গেল! বাহিরেই বনমানুষ দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল, "এই নাও, রাজপুত্র, পোষাক! আমি আগেই বুঝেছিলাম, তাই নিজে পোষাক নিয়ে আসছিলাম!"

তখন রাজপুত্র রাজার যোগ্য পোষাক পরিয়া সভায় আসিয়া দেখা দিল! উপর হইতে রাজকন্যার সখীরা ফুল ছড়াইল। অন্দরে শাঁখ বাজিয়া উঠিল! কনককুমার আপনার ইতিহাস খুলিয়া বলিল! তখনি রাজার আদেশে তার পিতা-মাতার কাছে দূত ছুটিল। রাজা কনককুমারের হাতে চম্পাকে সঁপিয়া দিলেন।

কনকের বাপ মা কনকের শোকে পাগলের মত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া মহা ধূমধামে পুত্র-পুত্রবধূ লইয়া রাজ্যে ফিরিলেন। রাজ্যময় আনন্দের রোল উঠিল।

ভুলুবাবু

বেজায় দুষ্টু ছেলে ভুলু, পড়ায় নাইক মন,
তারির জ্বালায় মা-বাপ ত বিষম জ্বালাতন!
বকুনি ত নিত্যি, বেতে ফুলে গেছে পিঠ,—
এত শাসন, কিছুতে, সে হয় না, তবু ঢিট্!
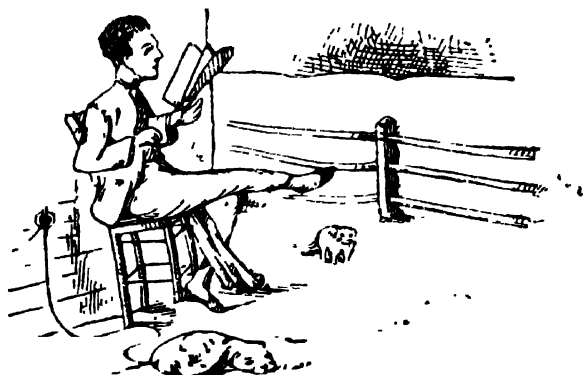
সাঁঝের বাতি

সেদিন ভোরে উঠে, বাবু কেদারাটি টেনে,
মালীর ঘরের পাশে একটা উপন্যাসও এনে,
লুকিয়ে বসেন। টেবি কুকুর বাঁধা ছ্যালের কড়ায় ;
একেবারে বেহুঁস বাবু, উপন্যাসের পড়ায় !
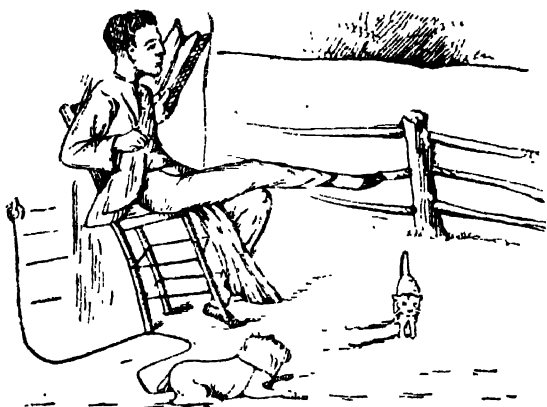
ধীরে ধীরে মালীর বিড়াল আসে ওদিক থেকে,

ফন্দি কি তার, জানিনাক ! টেবি না, তাই দেখে,

রাগে ফোলে ! বিড়ালগুলো দুটি চক্ষে সে-ত

দেখতে পারেনাক, যেন লাগে বিষের মত !

বিড়াল আরো কাছে আসে, টেবি মারে লাফ্—

কেদারাটি উল্‌টে ভুলু পড়ে, বলে, 'বাপ্' !
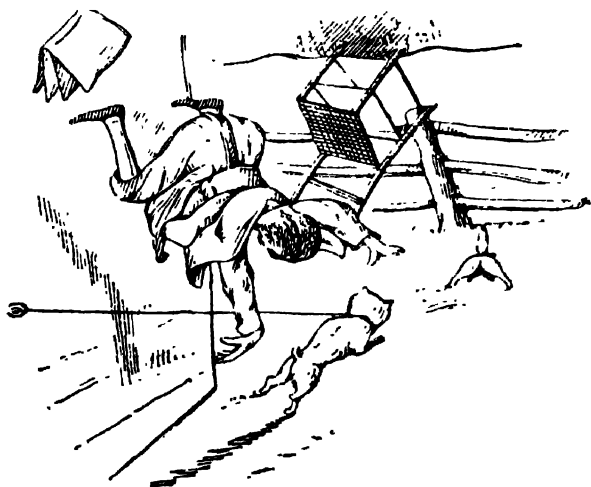
বিড়ালটা ত ভড়্‌কে গিয়ে দৌড় দিল চোঁচা,
কেদারাটি ভেঙ্গে ভুলুর গায়ে ফোটে খোঁচা !
বৃথা রাগে টেবি হাঁকে, 'ভেউয়ো'-'ভেউয়ো' করে,
বিড়াল নাচে ধিনিক্‌-ধিনি, ভুলু জ্বালায় মরে !
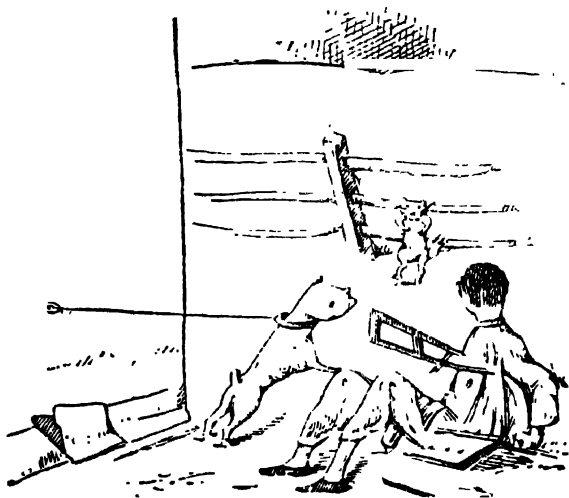
চাষার ভাগ্য

বনের ধারে ছোট একখানি গ্রাম। সেই গ্রামে বনোয়ারীর বাস। বনোয়ারী গরিব চাষা—দিন আনে, দিন খায়। তাতেই সে বেচারা সুখী হইতে পারিত, কিন্তু তার যে স্ত্রী, সে ছিল, ভারী বদ। ঝগড়াঝাঁটি না হইলে, বনোয়ারীর স্ত্রী শ্যামার কিছুতেই আর দিন যায় না! বনোয়ারীর কথায় কাণ দিতে তার দায় পড়িত।

দুপুর রোদে ঘামিয়া, সেদিন যখন বনোয়ারী মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিয়া, শ্যামার কাছে ভাত চাহিল, তখন শ্যামা তার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া কহিল, "আর ভাত খেতে হবে না! ভাত রাঁধে কে? আমার আজ হাতে ব্যথা হয়েছিল, ভাত রাঁধা হয়নি।"

বনোয়ারী বেচারা ভালমানুষ। ঝগড়া-কিচিমিচি সে ভালবাসিত না, তার উপর সে শ্যামাকে খুবই ভয় করিত। সে বলিল, "তা হলে, আমি খাব কি?"

শ্যামা বলিল, "কেন, তোমার কি হাত নেই? নিজে না হয় একদিন রাঁধলে!"

বনোয়ারী বলিল, "এই রোদে খেটে-খুটে এসে এখন কি রাঁধা যায়, শ্যামা ?"

শ্যামা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "বটে! আর এই গরমে আগুনের তাপে বসে রাঁধলে, আমার বড্ড আরাম হয়, না ?"

বনোয়ারীর সেদিন আর সহ্য হইল না। ইহার চেয়ে অনেক দুঃখ সে সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু আজ যেন তার অসহ্য হইয়া উঠিল। গামছাখানিতে কপালের ঘাম মুছিয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

মাঠে গেল না, বরাবর সরু পথ ধরিয়া, পুকুরের পাড় ঘুরিয়া, বাঁশবন ছাড়াইয়া, ক্রমে সে একটা বনে আসিয়া পৌঁছিল। নিস্তব্ধ বন। মাঝে মাঝে কাঠঠোক্‌রা পাখীর ক্‌ট্‌ক্‌ট্‌ শব্দ, মাঝে মাঝে ঘুঘুর করুণ ডাক, এই সব শুনিতে শুনিতে, ক্ষুধায়-কাতর বেচারা বনোয়ারীর চোখে ঘুম আসিল।

ঘুম ভাঙ্গিলে সে চাহিয়া দেখে, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। রৌদ্রের তাপ কমিয়াছে! গাছের আড়ালে লাল মেঘের মধ্যে সূর্য্য অনেকখানি হেলিয়া পড়িয়াছে! বাড়ী ফিরিবার জন্য সে উঠিল। রাত্রে বনের মধ্যে থাকিতে তার কেমন ভয় হইল।

আসিবার পথে, গাছের পাশে, বনোয়ারী দেখে, একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত! উঁকি মারিয়া সে দেখে, গর্ত্তের মধ্যে অত্যন্ত অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না! মনে হয়, কে যেন ইহার মধ্যে

খুব ঘন কালো কালি ঢালিয়া দিয়াছে। বনোয়ারীর মাথায় একটা মতলব আসিল। সে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিল।

২

তার পরদিন, সকালে উঠিয়া বনোয়ারী শ্যামাকে কহিল, "আমি আজ যেখানে যাব, তুমি যেন সেখানে আমার পিছনে এসো না।"

শ্যামার একটি বিষম দোষ, যদি কেহ তাহাকে কোন কাজ করিতে বারণ করে, তাহা হইলে সে কাজ সে করিবেই! তা যতই কঠিন কেন, সে কাজ হউক না!

শ্যামা কহিল, "না, যাবে না! আমার খুসী, আমি যাব। দেখি, তুমি কেমন আটকাতে পার।"

বনোয়ারী মনে মনে ভারী খুসী হইল। সে আবার কহিল, "না, কখনো তুমি যেতে পাবে না, কখনো না।"

আর তখন শ্যামাকে পায় কে? বনোয়ারী শ্যামাকে যত বারণ করে, ততই শ্যামার জিদ বাড়িয়া যায়! শেষে সত্যই সে বনোয়ারীর পিছনে চলিল।

বনোয়ারী আসিয়া বনের মধ্যে সেই গর্ত্তের সম্মুখে দাঁড়াইল, শ্যামাকে কহিল, "এধারে এসো না।"

শ্যামা যদি-বা এধারে না আসিত, বনোয়ারীর কথায় সে তাড়াতাড়ি গর্ত্তের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বনোয়ারীর

দিকে চাহিয়া সে কহিল, "এই ত এসেছি, করবে কি?" তার কথা শেষ না হইতেই, সেখান্‌কার মাটি ভাঙ্গিয়া শ্যামা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেল।

বনোয়ারী চাহিয়া দেখে, যত নীচে দেখা যায়, শ্যামার কোন চিহ্নই নাই! তার মনে ভারী আহ্লাদ হইল! আঃ, এত দিনে ঝগড়াটে স্ত্রীটার হাত হইতে সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে! আনন্দে সে গৃহে ফিরিল।

৩

কিছু কাল যায়। বনোয়ারী নিজের হাতেই রাঁধে, মাঠে যায়, কাজ করে। কিন্তু একদিন সে ভাবিল, নিজের হাতে রাঁধিতে বড় কষ্ট! শ্যামা এতদিনে শুধরাইয়া গিয়াছে! এবার আর সে ঝগড়া করিবে না, তাকে গর্ত্ত হইতে তুলিয়া আনা যাক্!

লম্বা একটা দড়ি লইয়া আসিয়া বনোয়ারী সেটি গর্ত্তের মধ্যে ঝুলাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ দড়ি ঝুলাইয়া বনোয়ারী বসিয়া আছে, এমন সময় দড়িতে ভার বোধ হইল। বনোয়ারী হিড় হিড় করিয়া দড়ি টানিতে লাগিল। তুলিয়া দেখে, এ'ত শ্যামা নয়, এ যে একটা বাঁটুল! বনোয়ারী তাড়াতাড়ি তার গলাটা ধরিতে যাইবে, এমন সময় বাঁটুল কহিল, "আমাকে মেরো না।

ও গর্ত্তে আর ফেলো না। গর্ত্তের মধ্যে আজ ক'দিন যে কষ্টে আছি, তা বলতে পারি না। কোথা থেকে এক ঝগড়াটে মাগী

এসেছে, তার জ্বালায় তিষ্ঠুনো ভার হয়েছে! যাকে-তাকে সে কিল-চড়-ঘুসি মেরে বেড়াচ্ছে, আর গালাগালি, চীৎকার —ওঃ, ক'দিনে আধমরা হয়ে গেছি। ভাগ্যে, তুমি দড়ি ফেললে, তাই উঠে বাঁচলুম!"

বনোয়ারীর আর বুঝিতে বাকী রহিল না, সে ঝগড়াটে মাগী কে ? বাঁটুলের কথা শুনিয়া তার মনে দয়া হইল। সে নিজেও ত শ্যামার হাতে অল্প যন্ত্রণা পায় নাই। সে কহিল, "আচ্ছা, আমি তোমাকে ফেলে দেব না।"

বাঁটুল কহিল, "তুমি ভাই আমাকে উদ্ধার করলে, তার আমি প্রত্যুপকার করতে চাই। তুমি গরিব, বড় লোক হতে চাও ?"

বনোয়ারী কহিল, "সে আর কে না চায়, বল ?"

বাঁটুল কহিল, "তবে এক কাজ কর ! আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে সকলের অসুখ করে দেবো, কোন ডাক্তারের সাধ্য নাই, সে রোগ সারায়। কেবল তুমি গেলেই রোগ সারবে। তা' হলে সকলে তোমায় অনেক টাকাকড়ি দেবে, আর তুমিও মাসখানেকের মধ্যে বড় লোক হয়ে উঠবে।"

৪

দেশের লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। দেশে এক নূতন রোগ আসিয়াছে, ডাক্তারে আরাম করিতে পারে না। ডাক্তারী বহিতে তার কোন কথাই নাই ! হঠাৎ বনোয়ারী এক দৈব ঔষধ পাইয়া গিয়াছে। তার আর স্নানাহারের সময় নাই। রোগীর বাড়ী ঘুরিতেই সময় কাটিয়া যায় ! বাড়ীতে

অবধি রোগীর দল কাতার দিয়া বসিয়া থাকে! তার টাকা-কড়িরও আজ অভাব নাই!

সেদিন শেষ রাত্রে বাঁটুল আসিয়া বনোয়ারীকে ডাকিল, "বন্ধু!"

বনোয়ারী কহিল, "কেন, বন্ধু?"

বাঁটুল কহিল, "দেখ, এখানকার রাজকুমারীর কাল ঐ অসুখ করবে। সে অসুখ সারবে না, তুমি যেয়ো না। যদি যাও ত, ভাল হবে না, তা কিন্তু বলে রাখছি! রাজকুমারীকে সারাতে গেলে, তোমাকে আমি মেরে ফেলবো।"

বনোয়ারী কহিল, "বেশ কথা, বন্ধু।"

পরদিন রাজকুমারীর রোগের কথায় দেশে হুলুস্থুল বাধিয়া গেল। রাজবাটী হইতে গাড়ী-পালকী আসিয়া বনোয়ারীর দ্বারে দাঁড়াইল। একবারটি যাইতে হইবে! বনোয়ারী আসিল না। শেষে রাজা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! বনোয়ারীকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিতে প্রস্তুত, রাজকুমারীকে সুস্থ করিয়া দিতে হইবে! না দিলে, প্রাণদণ্ড!

বনোয়ারী দেখিল, বিপদ!

অবশেষে তার মাথায় একটা মতলব আসিল। সে কহিল, "রাজবাড়ীর যত চাকর-নফর আছে, সকলকে ডাকুন! সে

মাগী এসেছে, সে মাগী এসেছে' বলে সকলে চীৎকার করুক, তার পর আমি যাচ্ছি!"

দেশের লোক মিলিয়া যখন 'সে মাগী এসেছে' বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, তখন বনোয়ারী রাজবাটীতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাকে দেখিয়াই বাঁটুল কহিল, "কি! আমার কথা না মেনে তুমি এসেছ, আবার?"

বনোয়ারী কহিল, "বন্ধু, সাধে এসেছি? তোমার ভালর জন্যই এসেছি। শুনছ না, লোকে কি বলছে,—সে মাগী এসেছে!"

বাঁটুলের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল, "এঁ্যা, বল কি?"

বনোয়ারী কহিল, "আর বলি কি! সে মাগী যে আবার তোমাকেই খোঁজে।"

ভয়ে বাঁটুল কহিল, "এখন আমি কি করি, তবে?"

"তুমি? তাইত—"থমকিয়া বনোয়ারী কহিল, "ভাল কথা, তুমি সেই গর্ত্তে চলে যাও, বরং। সেইটিই হচ্ছে, এখন তোমার পক্ষে নিরাপদ জায়গা।"

একটুও দেরী না করিয়া বাঁটুল ছুটিয়া গিয়া সেই গর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপ দিল!

রাজকুমারীর রোগ সারিয়া গেল। রাজা অর্দ্ধেক রাজত্ব বনোয়ারীকে কথামত ত দিলেনই। পরে একদিন খুব ধূমধামে

কাড়া-নাকাড়া সানাই-রস্থনচৌকির বাজনার মধ্যে রাজ-কুমারীর সঙ্গে বনোয়ারীর বিবাহ হইয়া গেল। দেশের লোক মনের সাধে লুচি-সন্দেশ খাইয়া রাজপরিবারের জয়-জয়-কার করিল। শ্যামা ও বাঁটুলের কথা আজ পর্য্যন্ত কিছু আর শুনা যায় নাই। তারা, বোধ হয়, এখনো সেই গর্ত্তের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি করিতেছে।

বেলবতী কন্যা

এক রাজা। তাঁর সাত ছেলে। ছটি ছেলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ছোটটির শুধু হয় নাই। ছোট ছেলেটি রোজ যখন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়িতে যায়, তখন সকলকে প্রণাম করিয়া যায়। সকলেই আশীর্ব্বাদ করে, "তোমার সোণার দোত কলম হোক্!" শুধু তার বড় বৌদি আশীর্ব্বাদ করে, "বেলবতী কন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক্!"

ছোট রাজপুত্রের যখন পড়া শেষ হইল, তখন একদিন ছোট রাজপুত্র বড় বৌদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ বৌদি, বেলবতী কন্যা, কে? বল ত! সে কোথায় থাকে? এখন আমার পড়া শেষ হয়ে গেছে তাকে আমি বিয়ে করব।" শুনিয়া বড় বৌদি বলিল, "সাত সমুদ্রের পারে সে এক দেশ আছে। সেই দেশের পর এক বন, বনের শেষে হ্রদ! হ্রদের চার কোণে চার জন মুনি আছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেই তাঁরা বেলবতী কন্যার সন্ধান বলে দেবেন।"

শুনিয়া ছোট রাজপুত্র একদিন দিন-ক্ষণ দেখিয়া বেলবতী কন্যার দেশে যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে সাত সমুদ্র পার হইল, দেশ পার হইল। দেশ পার হইয়া বনের শেষে আসিয়া

রাজপুত্র দেখিল, এক হ্রদ। হ্রদের ধারে এক কোণে ছোট একখানি কুটীর। কুটীরের সম্মুখে পথ। পথে এক হাঁটু করিয়া ঘাস জন্মিয়া জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে।

কাটিয়া জঙ্গল সাফ করিয়া রাজপুত্র বন হইতে কিছু ফল-মূল পাড়িয়া আনিল। একখানা কলাপাতা কাটিয়া তাহাতে ফলমূল সাজাইয়া চুপ করিয়া রাজপুত্র বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। চারিধারে ঝিঁঝির সভায় গান আরম্ভ হইল। পাহাড়ের কোলে কুমড়ার ফালির মত ছোট চাঁদ দেখা দিল। মুনি কুটীরে ফিরিলেন। ফিরিয়া রাজপুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কে তুই ?"

"আমি রাজপুত্র, আপনার দাস, আমি।"

শুনিয়া মুনি খুসী হইলেন, ফল-মূল খাইয়া রাজপুত্রকে প্রসাদ দিলেন। রাজপুত্রের আহার হইলে মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও তুমি, বাপু ?"

রাজপুত্র বলিল, "বেলবতী কন্যার সন্ধান চাই, আমি। কোথায় তিনি থাকেন, যদি দয়া করে বলে দেন—"

মুনি বলিল, "সে ত আমি বল্‌তে পারব না। ঐ ওধারে যে মুনি রয়েছেন, ওঁর কাছে যাও। ওঁকে জিজ্ঞাসা করগে। উনি বলে দিতে পারবেন।" এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র মুনিকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া অন্য মুনির উদ্দেশে যাত্রা করিল।

দুই দিনের পর হ্রদের অপর কোণে রাজপুত্র সেই মুনির কুটীরে পৌঁছিল। সে কুটীরের সম্মুখেও জঙ্গল। খুব ঘন জঙ্গল। রাজপুত্র আবার সব পরিষ্কার করিল। বন হইতে পাতা কাটিয়া ফল-মূল আনিয়া পূর্ব্বের মতই সব ঠিক করিয়া সে বসিয়া রহিল। আবার সন্ধ্যা নামিল। মুনি ফিরিলেন। রাজপুত্রকে দেখিয়া ধমক দিয়া কহিলেন, "কে রে, এখানে! তুই কি চাস্?"

রাজপুত্র মুনিকে সব কথা খুলিয়া বলিল। মুনি কহিলেন, "আজ রাত্রি হয়ে গেছে, কাল সকালে বলে দেব। এখন ঘুমাও।" পরদিন সকালে মুনি রাজপুত্রকে বলিলেন. "বেলবতী কন্যার খোঁজ কচ্ছ, তা তিনি ও ধারে ঐ যে বেলগাছ আছে—ঐ বেলগাছে বড় বেলের মধ্যে আছেন। রাক্ষসেরা সে গাছ চৌকি দেয়। ঐ যে পুকুর দেখছ, ঐ পুকুরে একটি ডুব দিতে হবে। এক নিশ্বাসে ডুব দিয়ে উঠে বেলগাছের কাছে যাবে। গাছের তলায় একটা কালো ছাগল চরছে, দেখতে পাবে। সেই ছাগলটাকে ধরে ঐ রাক্ষসদের সামনে ঝুপ করে ফেলে দিয়ো। যে বেলটা সব চেয়ে বড়, সেইটি পেড়ে নিয়ে আসবে, বুঝলে,—তারই মধ্যে বেলবতী কন্যা আছেন! কিন্তু দেখো, সাবধান! এক নিশ্বাসে সব কাজ সারতে হবে। দুটো নিশ্বাস পড়লেই রাক্ষসেরা ধরে তোমায় খেয়ে ফেল্‌বে। বড় শক্ত কাজ এ, মনে রেখো!"

মুনির কথামত ছোট রাজপুত্র সেই পুকুরে গিয়া ডুব দিল। এক নিশ্বাসে ডুব দিয়া উপরে উঠিল। উঠিয়া বেলগাছের নীচে আসিয়া দেখিল, একটা কালো ছাগল! আনন্দে দুইটা নিশ্বাস পড়িয়া গেল। সব পণ্ড হইল! আবার গিয়া রাজপুত্র পুকুরে ডুব দিল। উঠিয়া এবার এক নিশ্বাসে সেই কালো ছাগলটাকে ধরিয়া রাজপুত্র রাক্ষসদিগের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তারপর কোনদিকে না চাহিয়া গাছে চড়িয়া বড় বেলটা পাড়িয়া লইয়া রাজপুত্র মুনির কাছে ফিরিল। ফিরিয়া মুনির হাতে বেলটা দিলে মুনি বেল ভাঙ্গিয়া বেলবতী কন্যাকে তাহার মধ্য হইতে বাহির করিয়া রাজপুত্রকে দেখাইলেন।

পরে বেলটি জুড়িয়া রাজপুত্রের হাতে দিয়া মুনি কহিলেন, "দেখ, পথে যেতে যেতে এ বেল ভেঙ্গো না যেন। তাহলে বিপদ ঘটবে!" রাজপুত্র তখন মুনিকে প্রণাম করিয়া বেল লইয়া দেশে চলিল।

২

পথে এক সুন্দর বাগান। বাগানের মধ্যে দীঘি। ঘাটগুলি শাদা পাথরে বাঁধান, আর জলটুকু স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। নানা রঙের ফুলে বাগান আলো হইয়া রহিয়াছে। মিষ্ট গন্ধে সমস্ত আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। মৌমাছির দল গুন্ গুন্ করিয়া এ ফুলে ও ফুলে ঘুরিয়া ফিরিতেছে! গাছে কত

বর্ণের পাখী কত না সুরে গান ধরিয়াছে! বাগান দেখিয়া, গান শুনিয়া রাজপুত্র মুগ্ধ হইল।

এতটা পথ হাঁটিয়া পায় ব্যথা ধরিয়া গিয়াছে! তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। রাজপুত্র বাগানে ঢুকিয়া আঁজ্‌লা ভরিয়া দীঘির জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিল। পরে আরাম পাইয়া বাগানে ফুলে-লতায় ঘেরা পাথরের বেদীর উপর বসিল। বেলটির দিকে চাহিয়া সে ভাবিল, "নেহাৎ একলাটি রয়েছি! বেল ভেঙ্গে বেলবতী রাজকন্যাকে বার করলে হয়! তাকে পেলে দুজনে বেশ গল্প-স্বল্প করা যায়! কাঁহাতক আর এমন একলাটি বসে থাকি!"

রাজপুত্র বেল ভাঙ্গিল। অমনই তাহার মধ্য হইতে বেলবতী বাহির হইল! সে কি রূপ! রাঙা ফুলের দল সে রূপের পাশে মলিন হইয়া গেল। বেলবতীর রূপের ঝলকে চারিধার ঝলসিয়া উঠিল। দুধে-আল্‌তার মত রঙ—মাথায় কালো চুলের রাশি—ভূমে আসিয়া ঠেকিয়াছে! বেলবতী কহিল, "রাজপুত্র, ডাকছ?"

রাজপুত্র মুগ্ধ হইয়া বেলবতীকে দেখিতেছিল, চমক ভাঙ্গিলে বলিল, "হাঁ।"

বেলবতী কহিল, "কেন?"

রাজপুত্র কহিল, "তুমি যদি এখানে বস, তা হলে তোমার

কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমোই! বড় ঘুম পাচ্ছে, আমাব!”

বেলবতী কহিল, “বেশ, আমি বস্‌ছি! তুমি ঘুমোও।”

তখন রাজপুত্র বেলবতীর কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। ঘুমে চোখ আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল। নিমেষেই রাজপুত্র অঘোর ঘুমে ঘুমাইয়া পড়িল। রাজপুত্রের মুখের পানে চাহিয়া বেলবতী বসিয়া রহিল! সুন্দর রাজপুত্র! যেমন রূপ, তেমন গুণ, আবার সাহসও তেমনই অপূর্ব্ব!

কিছুক্ষণ যায়! এক কামারের মেয়ে কাঁখে কলসী লইয়া সেই দীঘির ধারে আসিল। বেলবতীকে দেখিয়া সে কহিল, “তুমি কে গা? এটি তোমার কে?”

বেলবতী কহিল, “আমি বেলবতী। ইনি রাজপুত্র,—এঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে!”

শুনিয়া কামারের মেয়ের মনে হিংসা হইল। মনে মনে একটা মতলব আঁটিয়া সে কহিল, “আমার একটি কাজ আছে,—করে দেবে, ভাই?”

বেলবতী কহিল, “কি কাজ?”

কামারের মেয়ে বলিল, “কর যদি ত বলি, না হলে মিছে বলে কেন মুখ নষ্ট করি?”

বেলবতী কহিল, "না ভাই,—বল তুমি। আমার সাধ্য হয় যদি ত, কেন করব না ?"

তখন কামারের মেয়ে বলিল, "এই ভাই, আমার পায় একটু ব্যথা হয়েছে কি না, সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। তাই যদি তুমি কলসীটায় জল ভরে এনে চাতালে রাখ ত, ঘরে নিয়ে যাই ! ভাগ্যে তুমি ছিলে !"

বেলবতী কহিল, "তাতে আর কি ! এ ত ভারী কাজ ! আমি দিচ্ছি—মাথার নীচে আমার এই শাল-টাল গুলো বালিশের মত রেখে জল এনে দিচ্ছি। তাহলে রাজপুত্রেরও ঘুম ভাঙবে না !"

হাজার হোক, বেলবতী রাজকন্যা ! কাজেই প্রাণটি কোমল ! যদি মেয়েটির উপকার হয়,—আহা ! বেলবতী উঠিল, উঠিয়া কলসী লইয়া ঘাটের সিঁড়িতে নামিল। হেঁট হইয়া যেমন সে কলসীতে জল ভরিবে, অমনই কামারের মেয়ে চুপি চুপি আসিয়া ঠেলিয়া বেলবতীকে জলে ফেলিয়া দিল। অ-থই জলে পড়িয়া বেলবতী আপনাকে সামলাইতে পারিল না, কাজেই ডুবিয়া গেল। রাজপুত্র তখন ঘুমে অচেতন ! অত সাধের অত সাধনার বেলবতী,—সে যে জলে ডুবিতেছে, রাজপুত্র তাহা জানিতেও পারিল না।

কামারের মেয়ে আসিয়া রাজপুত্রের মাথা আপনার কোলে লইয়া বসিয়া রহিল। রাজপুত্র যখন জাগিয়া চোখ মেলিল,

তখন কিন্তু তাহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল! এ কে? এই কি বেলবতী? অমন রূপ, অমন মুখ—! রাজপুত্র ভাবিল, পথে বেল ভাঙ্গিতে মুনি বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, সে কথা ঠেলিয়া বেল ভাঙ্গাতেই বুঝি এ বিপত্তি ঘটিয়াছে! সেই জন্যই বুঝি বেলবতী এমন ময়লা, বিশ্রী হইয়া গিয়াছে! কিন্তু এখন আর ভাবিয়াই বা কি হইবে? রাজপুত্র ভাবিল, হায়, হায়! কেন, পথে বেল ভাঙ্গিলাম!

তাহাকে লইয়াই রাজপুত্র রাজ্যে ফিরিল। ধূমধামে কামারের মেয়ের সহিতই একদিন রাজপুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। রাজপুত্র জানিল না যে, সে বেলবতী নয়, কামারের মেয়ে!

৩

এমন কিছুদিন যায়। হঠাৎ একদিন রাজপুত্রেরা সাত ভাই মিলিয়া শীকারে বাহির হইল। শীকার করিতে করিতে সেই দীঘির ধারে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। দীঘির জল আলো করিয়া প্রকাণ্ড এক পদ্ম ফুটিয়াছিল। জলের চারিপাশে অনেকখানি জুড়িয়া পদ্মের বর্ণের একটা লাল আভা যেন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পদ্ম দেখিয়া ছোট রাজপুত্র বলিল, "ও ফুল আমার চাই! যেমন করে হোক, ও ফুল নিতেই হবে, আমাকে!"

ছয় ভাই বাধা দিল, বলিল, "না, না, ও ফুল নেয় না! ও নিশ্চয় কোন রাক্ষসীর মায়া, ফুল নয়! না হলে এত বড় পদ্ম কেউ কখনও চোখে দেখেছ কি?"

ছোট রাজপুত্রের কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ পণ! মরি আর বাঁচি, ও ফুল লইতেই হইবে!

ছোট রাজপুত্র বারণ মানিল না। তখনই জলের ধারে নামিয়া গিয়া ধনুক দিয়া পদ্মের মৃণাল ধরিয়া সে টানিল। হাতের নাগালে আসিলে রাজপুত্র মৃণাল-শুদ্ধ পদ্ম তুলিল। মাথার উপর দিয়া ঠিক সেই সময় একটা পাখা মিষ্ট স্বরে গান গাহিয়া উড়িয়া গেল।

ছয় রাজপুত্র শীকার করিয়া কত জানোয়ার-পাখী লইয়া রাজ্যে ফিরিল, ছোট রাজপুত্রের হাতে কিন্তু শুধু একটি বড় লাল পদ্ম।

পদ্ম দেখিয়া কামারের মেয়ে চমকিয়া উঠিল। পদ্মটি আনিয়া, রাজপুত্র আপনার ঘরে, এক বড় ফুলদানীতে সেটি সাজাইয়া রাখিল। একদিন কামারের মেয়ে,—রাজপুত্র যখন বাড়ী ছিল না,—সেই সময় ফুলটা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া জানালা দিয়া পাশের বাগানে ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিল। বাড়ী ফিরিয়া ফুলের দুর্দ্দশা দেখিয়া রাজপুত্রের চোখে জল আসিল। "ছি, ছি, বেলবতী, এমন নিষ্ঠুর তুমি! এমন

সুন্দর ফুলটি কোন্ প্রাণে তুমি ছিঁড়লে, বল দেখি! সে ত তোমার কাছে কোন দোষ করে নি!"

৪

আরও কিছুকাল যায়। ছেঁড়া ফুলের পাপড়িগুলা বাগানে, যে জায়গাটিতে পড়িয়াছিল, সে জায়গায় এক প্রকাণ্ড বেলগাছ জন্মিল। গাছে কিন্তু একটি মাত্র বেল ফলিল। খুব বড় বেল!

ছোট রাজপুত্রের ঘোড়াটা একদিন ক্ষেপিয়া যেমন সেই বেলতলা দিয়া ছুটিয়া যাইবে, অমনই গাছ হইতে খসিয়া বেলটা ঘোড়ার পিঠের উপর পড়িল। পড়িয়া বেলটা গড়াইয়া গেল না, ঘোড়ার পিঠেই আটকাইয়া রহিল। সহিস আসিয়া ঘোড়া ধরিল, বেলটা লইয়া বাড়ী গেল। বাড়ী গিয়া খাইবে বলিয়া বেলটি ভাঙ্গিতেই, তার মধ্য হইতে সুন্দর একটি মেয়ে বাহির হইল। অবাক হইয়া সহিস মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইল, আপনার মেয়ের মতই যত্নে পালন করিতে লাগিল। সহিসের নিজের কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না। কেহ ছিল না।

এদিকে রাজবাড়ীতে কামারের মেয়ের অত্যন্ত অসুখ হইল। কত বৈদ্য আসে, ঔষধ দেয়, তবু তার রোগ আর সারে না! একদিন সকালে কামারের মেয়ে বলিল, "ওগো, কাল রাত্তিরে আমি স্বপন দেখেছি, মা কালী এসে যেন বলছেন, সহিসের ঘরে

একটা মেয়ে আছে, সে ডাকিনী। তার জন্যেই যত অসুখ। তাকে কেটে তার রক্তে চান করলেই আমার রোগ সেরে যাবে।"

শুনিয়া ছোট রাজপুত্র তখনই মেয়েটাকে কাটিয়া রক্ত আনিবার হুকুম দিল। তখনই তলোয়ার লইয়া লোক ছুটিল, মেয়েকে কাটিয়া পাত্র ভরিয়া রক্ত আনিল। সেই রক্তে স্নান করিতেই কামারের মেয়ের রোগ সারিয়া গেল। ওদিকে মেয়েটির শোকে কাঁদিয়া বেচারা সহিসের দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল।

৫

তার পর আরো কিছু কাল কাটিল। ছোট রাজপুত্রের মনে এতটুকু সুখ নাই! এত জিনিস দিয়া, সামগ্রী দিয়াও বেলবতীর মন পাওয়া যায় না! সে যাহা চাহিতেছে, তাহাই দেওয়া হইতেছে, তবু তার মেজাজ ভাল হয় না, সর্ব্বদাই সে রাগিয়া আছে!

ছোট রাজপুত্র রাজ্য ছাড়িয়া দেশ-দেশান্তে বেড়াইতে বাহির হইল। বেড়াইতে বেড়াইতে একদিন এক নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীর তীরে মস্ত এক বাড়ী। কোথাও কিন্তু লোক-জনের চিহ্নও নাই! রাজপুত্র বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। তবুও কোন জন-প্রাণীর সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না! রাজপুত্র দোতালায় উঠিল। সম্মুখে বারান্দা। বারান্দায় রাজপুত্র যেমন

পা দিয়াছে, অমনই কোথা হইতে দুইটা পাখী উড়িয়া আসিয়া বারান্দার রেলিঙে বসিল। সুন্দর পাখী! পালকে যেন রামধনুর সাতটা বর্ণ খেলিতেছে! পাখী দুইটা বসিয়া গান ধরিল। রাজপুত্র অবাক হইয়া পাখী দুইটাকে দেখিতে লাগিল। পাখীতে মানুষের মত গান গায়! আশ্চর্য্য ত! কি গান গায়?

পাখী দুইটি গাহিতেছিল, বেলবতী রাজকন্যার কথা! কেমন করিয়া রাজপুত্র তাহাকে রাক্ষসের পুরীর বেল গাছ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া দীঘির ধারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কেমন করিয়া কামারের মেয়ে আসিয়া বেলবতীকে জলে ঠেলিয়া দিয়া নিজেই বেলবতী সাজিয়া রাজপুত্রকে বিবাহ করে—পরে জলের বুকে বেলবতী লাল পদ্ম হইয়া ফুটিয়া মৃদু ঢেউয়ে নাচিয়া নাচিয়া দিন কাটাইত, কেমন করিয়া রাজপুত্র আসিয়া সে পদ্ম লইয়া গেল,—তারপর আরও যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সেই সব কথা! পুরাতন কথা! রাজপুত্রের চোখ জলে ভরিয়া আসিল। চোখের জল মুছিয়া রাজপুত্র বলিল, "হাঁ পাখী, জান কি, বেলবতী রাজকন্যা এখন কোথায়?"

পাখীরা বলিল, "এখান থেকে তীর ছুড়লে, যেখানে গিয়ে সেই তীর পড়বে, তারি পশ্চিমে এক পাহাড়ের উপর পান্নার থাম দেওয়া বাড়ীতে বেলবতীর মা-বাপ থাকেন। তাঁদের কাছেই তিনি থাকেন। তবে বছরে একদিন করে এই বাড়ীতে

এসে তিনি বাস করেন। ছ'মাস আগে এসেছিলেন, আবার ছ'মাস পরে আসবেন। যদি এখানে ছ'মাস থাকো ত, দেখা হতে পারে।"

রাজপুত্র ছয় মাস কাল পাখী দুইটির সঙ্গে গল্প-স্বল্প করিয়া সেই পুরীতেই বাস করিল। ছয় মাস কাটিলে একদিন ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলে রাজপুত্র শুনিল, পূবে হাওয়ায় বাঁশীর মিষ্ট সুর ভাসিয়া আসিতেছে! চারিধার ফুলেব গন্ধে ভরিয়া গিয়াছে! রাজপুত্র ভাবিল, তবে বুঝি বেলবতী আসিয়াছে! ছুটিয়া রাজপুত্র বারান্দায় আসিল। এই যে বেলবতী! রাজপুত্র বেলবতীর হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "আমায় মাপ কর, বেলবতী, আমি কিছু জানতুম না!"

জরির কাপড়ের ঝিক্‌মিকে আঁচলে রাজপুত্রের চোখের জল মুছাইয়া বেলবতী বলিল, "ছি কেঁদো না, রাজপুত্র, চুপ কর।"

তখন বেলবতী সব কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া রাজপুত্র রাগে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, "এত বড় আস্পর্দ্ধা, সেই কামারের মেয়ের! তাকে এবার দেখে নিচ্ছি! আমার সঙ্গে এখন তুমি তাহলে রাজ্যে চল। সকলে তোমায় দেখুক।"

রাজকন্যা কহিল, "বেশ, কালই যাব।"

পরদিন বাজনা-বাদ্য করিয়া বেলবতীকে লইয়া রাজপুত্র রাজ্যে ফিরিল। ফিরিয়াই রাজপুত্র কামারের মেয়ের চুলের ঝুঁটি

বেলবতী ও রাজপুত্র

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী কর্তৃক অঙ্কিত

(৮৬ পৃষ্ঠা)

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস কলিকাতা

ধরিয়া তাহাকে শানে আছাড় দিল। মাথার খুলি ফাটিয়া কামারের মেয়ে তখনই মরিয়া গেল।

রাজপুত্র হুকুম দিল, "এর হাড়-মাসগুলো সব কুকুর দিয়ে খাওয়াও।" রাগে রাজপুত্রের সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

তার পর একদিন ধুমধামে বেলবতীর সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। বাজনার আওয়াজে কিছুদিন আর রাজ্যের লোকের চোখে ঘুম আসিল না।
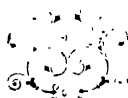
দাঁতে ব্যথা

বিষ্ণু বাবু বেজায় কাবু
দাঁতে ব্যথার চোটে,
ডাক্তার বলে. দিচ্ছি তুলে.—'
রাজী হন না মোটে !
যন্ত্র-পাতি দেখেই ত তাঁর
লাগে বিষম ত্রাস,
নিজের উপায়. নিজেই তিনি
করে নেবেন—বাস্ !
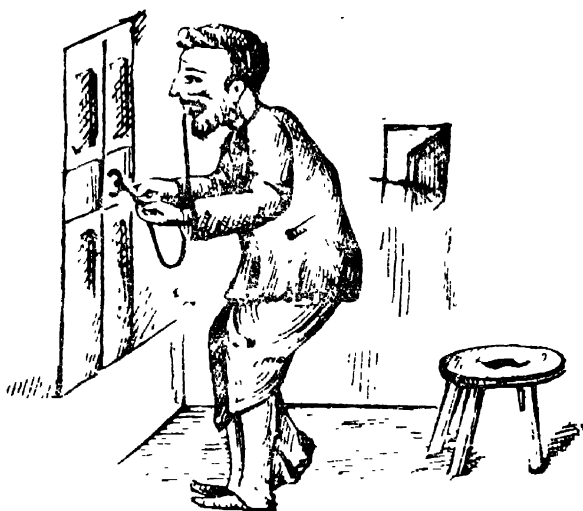
ভেবে ভেবে উপায় তিনি
ফেলেন বাহির করে,—
দাঁতের গোড়ায় দড়ি বেঁধে,
লাগান সে ফাঁস দোরে !
টুলের উপর বসে আছেন,
দড়ি বাঁধা দাঁতে,
দোরটি কি কেউ খুলবে নাক ?
আপদ যে যায় তাতে !

সাঁঝের বাতি

"ঐ না দোরে দিচ্ছে কে, ঘা ?

এবার বাঁচা গেল !"

"চলে এস—" যেম্‌নি বলা

অমনি উপায় হল !

"বাপ্‌রে—উঃ—গেলুম্‌, গেলুম"

পড়ল বেজায় টান,

টুল-চটি ত ছিট্‌কে গেল,

বেরোয়ও বুঝি প্রাণ !
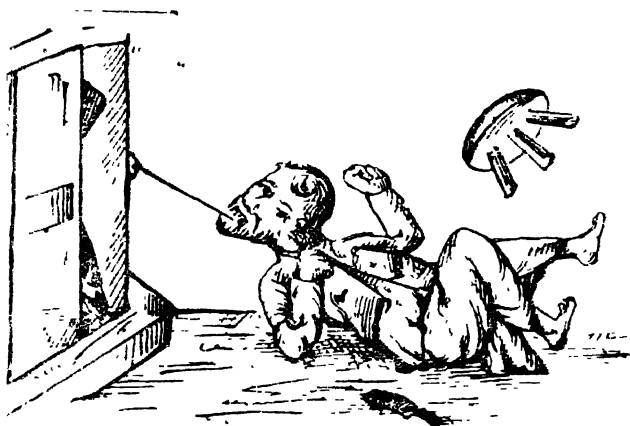
সন্ত্য বাবু বন্ধুটি তাঁর,
অবাক্ ঢুকে ঘরে,
অপ্রতিভও বেজায় রকম,
বাক্য নাহি সরে !
"তাইত মশায় তাইত আমি
জান্তামনাক মোটে !"
"আরে দাদা, দাঁতের জ্বালায়"—
বলে বিষ্ণু ওঠে !

"ভাগ্যে তুমি দিলে হে টান,

দাঁতটা গেল চুলোয়.

আরাম কি, আঃ! বাঁচনু দাদা!"

"বুদ্ধিতেও ত কুলোয়,"

বলে তখন, সত্য বাবু
বসেন তক্তপোষে !
গল্প লাগান বিষ্ণু বাবু
তামাক টেনে কোসে !

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ
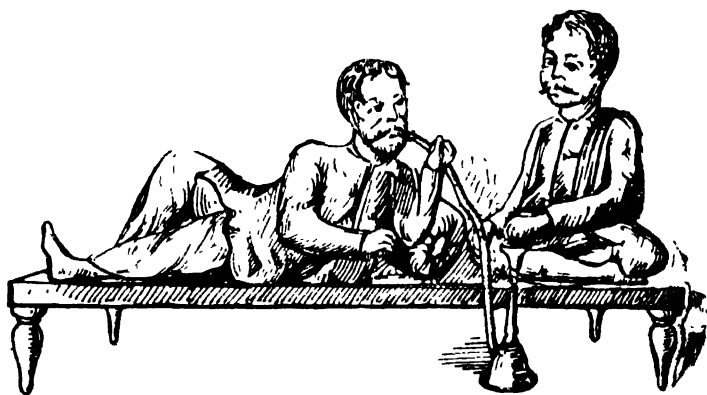
শেফালি ৸০

ছোট গল্পের বহি। বাঙ্গলা দেশের ঘরের কথা।
গল্পগুলি শিশিরসিক্ত শেফালির মত কোমল, সুন্দর।
(দ্বিতীয় সংস্করণ—যন্ত্রস্থ)

নির্ঝর ... ... ॥০

বারোটি ছোট গল্প; বাঙ্গালী গৃহ-জীবনের দুঃখ-সুখের
নিখুঁত ছবি। অশ্রুর প্রস্রবণ! হাসির নির্ঝর!

পরদেশী ... ... ॥০

পৃথিবীর নানা জাতির নরনারী-চিত্তের হর্ষ-বেদনার বিচিত্র
কাহিনী; বিদেশী ওস্তাদদের বাছাই গল্পের প্রাণস্পর্শী অনুবাদ।

যৎকিঞ্চিৎ .. ... ॥০

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। রঙ্গ নাট্য! সুরুচিপূর্ণ
রসিকতার স্নিগ্ধ ধারা। অজস্র মিষ্ট গানে ভরা।

দশচক্র ... ... ।৵০

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। কৌতুক-নাট্য। রঙ্গের খনি।
হাসির ফোয়ারার মধ্যে করুণরসের ফল্গুধারা।

গ্রহের ফের ... ... ।০

কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত। কৌতুক-নাট্য। আনন্দ ও
কৌতুকের উৎস। একাধারে সামাজিক নাটক ও প্রহসন।

দরিয়া ... ... ॥০

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত। নাটিকা। তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ।
প্রেম ও আনন্দ-কৌতুকের সুমধুর চিত্র। সুধা সঙ্গীতের ডালি।
ভাবে-ভাষায় বিচিত্র মাধুরী! চরিত্র-চিত্রে অপূর্ব্ব, অভিনব!